আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক সমুহ

১। খাতিমুল মোহাক্কীকিন
২। হজরত অমীরে মোয়াবিয়া
৩। জানে ঈমান
৪। তামহীদে ঈমান
৫। ঈদ মিলাদুন্নাবী
৬। সাওতুল হক্ব
৭। মুখোশের অন্তরালে তবলীগী জামায়াত
৮। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রিটীশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়রী
৯। সিহা সিত্তা ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১০। ইসলামী বুনিয়াদ পরিচিতী
১১। মাতা পিতার হক্ব
১২। সাহাবাএ কেরাম ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১৩। তাযীমী সেজদাহ
১৪। আল্লাহর রহমত আউলিয়ায়ে কেরাম গনের ওসিলায়
১৫। ইসালে সওয়াবের অকাট্ট প্রমান
১৬। হুসামুল হারামাঈন
১৭। যলযলা
১৮। ইলমুল কুরআন
১৯। শামে শবিসতানে রেজা
২০। আদ্দৌলাতুল মাক্কিয়া
২১। নিদানকালের আশির্বাদ
২২। অভিশপ্ত মাযহাব বা ওয়াহাবী ফেৎনা

পরিবেশনায়ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, ধাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543

Rs. 25

সহীহ হাদীস ও ফিক্হ হানফীর আলোকে

সাওতুল হাক্ব বা সত্য ধ্বণি

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

প্রকাশনায়ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা (ট্রাফিক মোড়), মুর্শিদাবাদ
Mob. : 9733630941

সাওতুল হাক্ব বা সত্য ধ্বণি

প্রথম প্রকাশঃ-১১ রবিউস সানি,১৪৩৩ অনুযায়ী ৫ মার্চ ২০১২

দ্বীতিয় প্রকাশঙ্খ-৫ জিলহজ্জা,১৪৩৯ হিজরী মোতাবিক ১৭ আগষ্ট ২০১৮

প্রকাশনায়ঃ-ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমি

মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্‌তীয়া

(দক্ষিণ বঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র)

কাপসীট , বর্ধমান,পশ্চিম বঙ্গ

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি পঞ্চদশ শতকের মহান মুজাদ্দিদ ,মুজাদ্দিদ ইবনে মুজাদ্দিদ হুযুর পুর **মুফতীয়ে আজাম হিন্দ মোস্তাফা রেজা খান** নুরী ক্বাদেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেদমতে পেশ করলাম''

আমার পুস্তক গুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগীতা করেছেন বিশেষ করে মাওলানা আনোয়ার হোসেন রেজবী, মিনহাজ জামালী,জাহিরুল হুক প্রমুখদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট দুয়া প্রার্থনা করি যেন তাঁদের দ্বারা আরও আহলে সুন্নাতের খিদমত হয়....আমীন

সাওতুল হাক্ব বা সত্য ধ্বণি

সূচিপত্র

বিষয় পৃঃ

১। সূচনালগ্ন
২। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত আক্বীদা
৩। মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) উদযাপন শরীয়তসম্মত
৪। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কে সাধারণ মানুষ কিংবা ভাই বলে আখ্যায়িত করা হারাম।
৫। মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া
৬। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহুআনহু'র ফজিলত
৭। হজরত আমীরে মো'আবিয়া রাদীয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি বিরুপ মন্তব্যকারীদের জন্য শরীয়তের বিধান
৮। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বাঈদ শাস্ত্রের ইমামকে ?
৯। সাহাবাদের দৃস্টিতে রসুল প্রেমই ইমানের মুল ভিত্তি
১০। মাযহাব অনুসরণ ওয়াজিব
১১। ইমামত কোন কোন ব্যক্তির জন্য নাজায়েজ
১২।মুরতাদ মুনাফেক হল ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু
১৩। নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত
১৪। ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ
১৫। উচ্চস্বরে আমীন না বলা
১৬। প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উঠানো নিষেধ
১৭। মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ
১৮। আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন সম্পর্কে শরীয়তের বিধান
১৯। যাকাত

বিষয় পৃষ্ঠা

২০। যাকাতের হক্বদার কারা
২১। সাদক্বায়ে ফেত্‌রের পরিমান
২২। কোন আযানই মাসজিদের ভিতরে দেওয়া বৈধ নয়
২৩। উরস পালন কোরান হাদিস সম্মত
২৪। প্রচারণার ধুম্রজালে ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য ভারত তথা এশিয়ারমহাপন্ডিত
২৫। সহযোগী পবিত্র গ্রন্থ সমুহ

ভূমিকা

অন্ধকারের ধূম্রজালে আবদ্ধ,ভ্রান্তির শৃঙ্খলে বেস্টিত,কুফর-শিরক ও অমানবতার দাবানলে দগ্ধ,কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও দিশেহারা মানুষ কে সঠিক পথের দিশা দানের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুক্তির দুত, পথহারাদের সু-পথের দিশারী রহমাতুল্লিল আলামীন হুযুর সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন।

তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) অক্লান্ত পরিশ্রমে মহান আল্লাহর রহমতে মানুষ দলে দলে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে নিশ্চিন্তে আশ্রয় গ্রহন করে।একদিকে তিনি যেমন সঠিক পথেব সন্ধান দিয়েছেন অনুরুপ তাঁর পরবর্তী সিদ্দীকীন, শোহাদা ও অনুসরণ করার কথা বলেছেন। আর এই সিদ্দীকীন,শোহাদা ও আওলীয়াদের অনূসৃত পথই হল কোরানের বর্ণিত"সিরাতে মুস্তাকীম"বা সোজা ও সঠিক পথ। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন একমাত্র তাঁদের অনূসৃত মত ও পথকে অনুসরণ করার । এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদেরই প্রদত্ত সে সকল সঠিক তথ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক

আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কিত কয়েকটি আক্বীদা

১ম আক্বীদাঃ–আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর যাত (ব্যক্তিসত্ত্বা), সিফাত (গুণাবলী),কাজ,হুকুমাদি নাম সমুহের ক্ষেত্রে কেউ শরীক নাই।[১]

২য় আক্বীদাঃ–তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাঁর কোন আদি ও অন্ত নেই।[২]

৩য় আক্বীদাঃ– তিনিই এক মাত্র ইবাদত বা উপাসনার যোগ্য। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সমগ্র জহৎ তাঁরই মুখাপেক্ষী ।[৩]

৪ নং আক্বীদাঃ–তিনি কারো পিতাও নন,পুত্রও নন এবং তাঁর কোন স্ত্রীও নেই। যে তাঁর পিতা বা পুত্র আছে বা স্ত্রী আছে বলে দাবী করে,সে কাফির। (কোরান শরীফ)

৫ম আক্বীদাঃ– কোন মন্দ কাজ করে তাক্বদীরের দিকে ইশারা করা বা আল্লার ইচ্ছা বলা খুবই খারাপ। বরং ভাল কাজকে আল্লার দিকে এবং মন্দ কাজকে কু-প্রবৃত্তির দিকে ইশারা করাই হল শরীয়ত সম্মত।[৪]

৬ ষ্ঠ আক্বীদাঃ– আল্লাহ হলেন আসল রিযিকদাতা। ফেরেস্তা,ও অন্যান্যগণ হলেন বাহক ও পরিবেশক।[৫]

৭ম আক্বীদাঃ– আল্লাহ তায়ালা দিক,কাল,গতি,স্থিতি,আকার,আকৃতি এবং যাবতীয় অঘটন থেকে পবিত্র।[৬]

৮ম আক্বীদাঙ্খ– আল্লাহ পাক কে ওপর ওয়ালা বলা নিষিদ্ধ।

১.কোরান শরীফ ২৬ পারা সুরা মোহাম্মাদ আয়াত ১৯;২৫ পারা শোয়ারা আয়াত ১১;১০পারা সুরা কাহাফ আয়াত ২৬;সুরা ফাতির আয়াত ৩;

২. শারহে আক্বাঈদে নসফী২৩ও২৬পৃঃ,কিতাবুল আরবাঈন৯৩পৃঃ, আক্বীদাতু তাহাবী প্রভৃতি।

৩.কোরান শরীফ

৪.বাহারে শারীয়াত১ম খন্ড৮পৃঃ

৫.বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ৫পঃ

৬.মুসায়েরা৩৯৩পৃঃ,মুসামেরা৩১পৃঃ,বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড৮পৃঃ

মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) উদযাপন শরীয়তসম্মত ও অশেষ সওয়াবের কাজ

মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নেয়ামতের সংখ্যা অগণিত। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। যা কোরান পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন , আমার প্রিয় হাবিব কে প্রেরন করে আমি তোমাদের উপর বড়ই এহসান করেছি। সুতরাং বোঝা গেল যে,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শুভাগমনই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমুহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আর এই শ্রেষ্ঠ নেয়ামত প্রাপ্তির উপর শুকরিয়া স্বরূপ খুশি উদযাপন শুধু বৈধই নয় বরং আবশ্যিক।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শুভাগমন (মিলাদুন্নবী) উপলক্ষে ঈদ বা খুশি মানানো কোরানের আলোকেঃ-

<১> সুরা ইউনুস ১১ পারা আয়াত নং ৫৮

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ- " হে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন,আল্লাহর নেয়ামত ও ফজল, তাদের(মানব সম্প্রদায়ের) উচিত সেই নেয়ামত প্রাপ্তির উপর খুশি উদযাপন করা। উক্ত নেয়ামতের শুকরীয়া আদায় করা সমগ্র ধন-সম্পত্তির চেয়ে উত্তম"।

উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহর তায়ালার তরফ হতে প্রাপ্ত ফজল ও রহমতের জন্য খুশি মানানোর হুকুম দেয়া হয়েছে। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যাঁকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরানে সমগ্র জগতের জন্য রহমত বলেছেন। সুতরাং তাঁর শুভাগমনই হল সকল উম্মাতের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং এ উদ্দেশ্যে খুশি মানানো, স্বাদকা করা,হুযুরের সিরাত আলোচনা করাই হল কোরানে বর্ণিত হুকুম পালন করা।

আর এ ব্যাপাবে অস্বীকার করায় হল কোরানের হুকুম কে অস্বীকার করা।
<২>সুরা মায়েদা ৬ পারা আয়াত নং১১৪

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

অর্থঃ- মারয়াম তনয় ঈসা আলায়হিস সালাম আরয করলেন হে আল্লাহ ,হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ(আনন্দ উৎসব) হবে-আমাদের পূব্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, যে দিবসে আল্লাহ তায়ালার খাস রহমত নাযিল হয় সেদিন কে ঈদের দিন হিসাবে উদযাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা এবং আল্লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লার প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত পথ। আর এতে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন আল্লার তায়ালার সবচেয়ে মহান নেয়ামত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রহমত। এ কারনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর বরকতময় জন্মের দিনে আনন্দ উদযাপন করা এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ও খুশি প্রকাশ করা পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ এবং আল্লার মকবুল বান্দাদেরই ত্বরীকা।

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পালনের বিধান হাদিসের আলোকেঃ-

<১>হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, তিনি কেন প্রতি সোমবার রোযা রাখেন? প্রত্যুত্তরে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেন ‘‘এজন্য যে ওই দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার উপর কোরান নাযিল

শুরু হয়েছে’’(The prophet was asked about fasting on monday.He (peace be upon him) explained,I was born on that day and Revelation(of the Holy Quran) also began on it’’)[1] উক্ত হাদিস হতে যে সকল বিষয় সাবস্ত্য তা হলঃ-১.সোমবারের দিন রোযা সুন্নাত কারন এটা হযুরের জন্মের দিন।২.হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সোমবারের রোযা রেখে নিজের জন্মদিন (মিলাদুন্নবী)পালন করেছেন।৩.উম্মতদের কেও মিলাদুন্নবী উালন করার গুরুত্বকে বর্ণনা করেছেন।

<২> হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের মিলাদ শরীফ কে বকরী আবেহ দ্বারা মানিয়েছেন এবং সাহাবাদের ও দাওয়াত দিয়েছেন।[২]

মিলাদুন্নবী অস্বীকার কারীদের পূর্ব্ব কিছু ওলামাদের মন্তব্যঃ-

<১>দেওবন্দী, ওহাবীদের সম্মানিত আলেম হযরত ইমদাদুল্লাহ মাহাজিরে মাক্কী রহমাতুল্লাহ আলায় মিলাদুন্নবী পালন,জুলুস প্রভৃতির জায়েজের দলীল প্রসংগে বলেন হারামাইনু শরীফাইনে মিলাদুন্নবী পালনই আমাদের জন্য উপযুক্ত দলীল’’৩

<২> ইমদাদুল্লাহ মাহাজিরে মাক্কী রহমাতুল্লাহ আলায় বর্ণনা করেছেন‘‘ফক্বীরের খানশালা(অভ্যাস) হল এটাই যে,মিলাদ মহাফিলে যোগদান করি এমন কি বরকতের জন্য প্রতি বছর মিলাদুন্নবী পালন ও করি।[৪]

<৩>গাযের মুকাল্লিদের ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান ভুপালি মিলাদ প্রসংগে মন্তব্য করেছেন‘‘ যে ব্যক্তি মিলাদ শুনে খুশি না হয়,আল্লার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শুভাগমনে খুশি না মানায় সে মুসলমান নয়।[৫]

১.মুসলিম শরীফ ৩৬৮পৃ বায় হাক্কী শরীফ হাদিস নং৩৮১৮২,নেসায়ী শরী ফ হাদিস নং ২৭৭৭
২.বায়হাক্কী(আহসানুল কুবরা ৯খন্ড৩০০পৃঃ হাদিস নং৪৩, ফতহুল বারী৯খন্ড৫৯৫পৃঃ, তাহযিবুল আসমাওলোগাত২খন্ড৫৫৭পৃঃ,তাহযিবুল তাহযিব৫খন্ড৩৪০পৃঃ,আহসানুল কুবরা ৩.সামাউলে ইমদাদিয়া১৪৭পৃঃ,ইমদাদুল মুস্তাক৫০পৃঃ
৪. ফায়সালায়ে হফত মাসয়ালা ৬পৃঃ ৫.আশশামামাতুল আম্বারিয়া১২পৃঃ

মিলাদুন্নবীর দিনে ও মিলাদুন্নবী মাসে অশেষ সাওয়াবের জন্য যা যা করণীয়ঃ

১.হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ফযীলত বর্ণনা করা।
২.জন্ম কালের উল্ল্যেখযোগ্য ঘটনা সমুহ বর্ণনা,মোযেযা সমূহ বর্ণনা
৩.জুলুস বের করা,পারস্পরিক খুশি বন্টন করা।
৪.বাড়ি,দোকানে,বাজার প্রভৃতিতে আলোও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা
৫.ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে শরবত ও খাদ্য খাওয়ানো।
৬.পবিত্র নাত ও মিলাদ মহফিল উদযাপন করা।[১]

(Many activities include:

1. Night-long prayer meetings.
2. Marches and parades involving large crowds
3. Sandal rites over the symbolic footprints of the prophet muhammad.
4. Festive benners and bunting on and in homes, mosques and other buildings.
5. Communal meals in mosques and other community buildings.
6. Meetings to listen to stories and poems(nats) mohammad's life,deeds and teachings.
7. Exhibitions featuring photos of mosques in the holy cities of mecca and medina in saudi arabia.)

1.(আশিকো কি ঈদ ১২পৃঃ).

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কে সাধারণ মানুষ কিংবা ভাই বলে আখ্যায়িত করা হারাম

নবীদেরকে 'বশর' বা 'ইনসান' বলে আহবান করা , কিংবা হুযুর (আলায়হিস সালাম) কে 'হে ইব্রাহিমের পিতা','হে ভাই','হে দাদা',ইত্যাদি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নির্দেশক শব্দাবলী দ্বারা সম্বোধন করা 'হারাম' বা নিষিদ্ব। যদি কেউ অবমাননার উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করে, তা'হলে 'কাফির' বলে গণ্য হবে।আলমগীরী' ও আন্যান্য ফিকাহ এর কিতাবসমূহে আছে, যে ব্যক্তি হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে এ লোকটি'বলে অভিহিত করে, সে 'কাফির'। তাকে বরং 'ইয়া রাসুলুল্লাহ!'ইয়া শফীয়াল মুযনেবীন''ইত্যাদি সম্মান সূচক শব্দাবলী দ্বারা স্মরণ করা জরুরী।

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া

কোন মুসলমানের যদি কোন নামায ক্বাজা থেকে যায় আর এঅবস্থায় মারা যায় । আর যদি ঐ সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করার ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়,তাহলে তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে প্রত্যেক ফরয ও বিতরের বদলে অর্ধ সা (দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম প্রায়)গম বা এক সা যব সদকা করবে । আর যদি সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু ওয়ারিশ ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে কিছু জিনিষ নিজের থেকে বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে সাদকা করবে। মিসকিন সেটা গ্রহণ করে নিজের পক্ষ থেকে ওয়ারিশকে দান করবে । ওয়ারিশ গ্রহন করে পূনরায় মিসকিন কে সাদকা করবে । এ ভাবে হাত বদল করতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত যেন সব ফিদিয়া আদায় হবে যায়। যদি অপর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায়,তখনও এ রকম করবে। যদি মৃত্যুবরণ কারী ফিদিয়া দেয়ার ওসীয়ত করে নাযায় এবং ওয়ারিশ নিজের পক্ষ থেকে করুণা হিসেবে ফিদিয়া দিতে চায় ,তাহলে দিতে পারবে।[১]

১.বাহারে শরীয়ত ,কানুনে শরীয়ত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ফজিলত

আল্লাহ'র নিমিত্তে সকল প্রশংসা যিনি মহান, সকল দরুদ রসুলুল্লাহর,আল্লাহ বাড়িয়েছেন যার সম্মান।

পূর্বে আমার লিখিত ''আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু'র প্রতি বিরুপ মন্তব্য ও গালিগালাজ কারিদের প্রসঙ্গে সকল ওলামাদের ধারণা'' নামক ফাতওয়াটি প্রকাশিত হবার পর অনেকেই এই মহান সম্মানিত সাহাবার শান কোরান হাদিসে কিরুপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা লেখার জন্য আবেদন করেছেন । যদিও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু শান কোরান ও হাদিসের আলোকে পুস্তাকারে ''হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সাহাবী''প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি এখানে বর্ণনা করা হল।

এক দিকে তিনি যেমন প্রযতম সারীর সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন, অপর দিকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল কৃত ওহী লিপিবদ্ধ করে ইসলামের মধ্যে সুমহান মর্যাদা লাভ করে আছেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ফজিলতঃ-(কোরান শরীফ হতে)

১)সুরা হাদিদ,আয়াত নং১০-

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থঃ-তোমাদের মধ্যে সমান নয় ওই সকল লোকেরা(সাহাবীগণ)যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বে ব্যয় ও জেহাদ করেছে এবং তাঁরা মর্যাদায ওই সকল লোকেদের(সাহাবী)চেয়ে উত্তম যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জেহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়দা করেছেন।

এই আয়াতটি হযরত মুয়াবিয়া সহ সকল সাহাবীদের শানে নাযিল হয়েছে

যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বে ওপরে ইসলামের পথে ব্যয় ও জেহাদ করেছেন এবং এরা সকলেই হলেন জান্নাতি। (হযরত মুয়াবিয়া হুনাইনের যুদ্ধে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের সহিত অংশ গ্রহন করেছিলেন)

২) সুরা তাওবা,আয়াত নং ১১৭,

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ..... আল্লাহর রহমত সমুহ ধাবিত হল নবীর এবং মুহাজির ও আনসারের প্রতি যারা সংকট কালে হুজুর পাকের সংগে ছিল.....।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন ওই মহান সাহাবী যিনি 'গযওয়া এ তাবুক' নামক যুদ্ধের সংকট কালে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন।

(আরোও অনেক কয়েকটি আয়াত যা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শানে নাযিল হয়েছে,সংক্ষেপের কারনে এখানে শুধু দুটি দেওয়া হল।)

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ফজিলতঃ-(হাদিস হতে)

৩বোখারী শরীফ২য় খন্ড,হাদিস নং২৯২৪

হযরত উম্মে হারাম বিনতে মুলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন 'আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি

অর্থঃ-আমার উম্মতের যে প্রথম সৈন্য দলটি নৌ অভিযানে অংশ নেবে,তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।(The first army of my ummah nation that will invade the sea,all the sins of its solderswill be forgiven)

মুহাদ্দিসগণ বলেন এই হাদিসটি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শানে বর্ণিত হয়েছে কারন তিনিই হলেন সর্বপ্রথম সেই সাহাবী যার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সৈন্যদল নৌ অভেযানে অংশ গ্রহন করেছিলেন এবং এরা সকলেই হলেন জান্নাতী যার সু সংবাদ হুযুর পূর্বেই দিয়ে ছিলেন। (সংক্ষেপের কারণে শুধু

একটি হাদিস বোখারী শরীফ হতে বর্ণিত হল)

৪)তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ২২৮ পৃঃ,

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়াবিয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হাদি(হেদায়াতকারী)ও মাহদী(হেদায়াত প্রাপ্ত) বানিয়ে দাও এবং তার মাধ্যমে মানুষ কে হেদায়াত প্রদান করা"O Allah! Make him a guide,guided(to right path),and guide(others) through him"

৫)ইমাম আহমদ 'ফাদায়েলু সাহাবা' একটি হাদিসের মধ্যে উল্ল্যেখ করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ ময়াবিয়াকে কেতাব (কোরান) ও হেসাবের জ্ঞান দান করো এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা করো।"O Allah ! Teach Muaviya the book (holy Quran) and math, and protect him from punishment"

৬)মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক হাদিস নং ২০৮৫, আল বেদায়া ৮ম খন্ড ১৩৫পৃঃ, আল ইসাবাহ ৩য় খন্ড ৪১৩পৃঃ

মুহাদ্দিস গণ বলেন এই হাদিসটি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শানে বর্ণিত হয়েছে কারন তিনিই হলেন সর্বপ্রথম সেই সাহাবী যার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সৈন্যদল নৌ অভেযানে অংশ গ্রহন করেছিলেন এবং এরা সকলেই হলেন জান্নাতী যার সু সংবাদ হুযুর পূর্বেই দিয়ে ছিলেন। (সংক্ষেপের কারণে শুধু একটি হাদিস বোখারী শরীফ হতে বর্ণিত হল)

৪)তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ২২৮ পৃঃ,

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়াবিয়ার জন্য দোওয়া করেছিলেন হে আল্লাহ মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হাদি(হেদায়াতকারী)ও মাহদী(হেদায়াত প্রাপ্ত) বানিয়ে দাও এবং তার মাধ্যমে মানুষ কে হেদায়াত প্রদান করা"O Allah! Make him a guide,guided(to right path),and guide(others) through him"

৫)ইমাম আহমদ 'ফাদায়েলু সাহাবা' একটি হাদিসের মধ্যে উল্ল্যেখ করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন হে আল্লাহ মুয়াবিয়াকে কেতাব (কোরান)

ও হেসাবের জ্ঞান দান করো এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা করো।"O Allah ! Teach Muaviya the book (holy Quran) and math, and protect him from punishment"

৬)মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক হাদিস নং ২০৮৫, আল বেদায়া ৮ম খন্ড ১৩৫পৃঃ, আল ইসাবাহ ৩য় খন্ড ৪১৩পৃঃ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তাকওয়া ও ধার্মিকতা সর্ম্পকে সাহাবী' য়ে রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্য হল 'শাসন ক্ষমতার জন্য মুয়াবিয়াার চেয়ে উপযুক্ত কেউ আমার নজরে পড়েনি।

৭)তারিখুল ইসলাম গ্রন্থ আল্লামা হাফিয যাহবী একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হুযুর পাক হযরত মুয়াবিয়ার জন্য দোওয়া করেছিলেন 'হে আল্লাহ মুয়াবিয়ার সিনাকে জ্ঞান দ্বারা পুর্ণ করে দাও'। এ সকল ছাড়াও যে সকল হাদিস গ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শান বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, আলবেদায়া,ইবনেখালদুন, আলবেদায়া অ নেহায়া প্রভৃতি অন্যতম।

জ্ঞাতব্য বিষয়

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বাঈদ শাস্ত্রের ইমামকে ?

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বাঈদ শাস্ত্রের ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদী রাদিয়াল্লাহু আনহু।তিনি চর্তুথ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ এবং হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনিআহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রতিটি বিষযের শুদ্ধ আক্বীদা নিরুপণ করেন তাই তাঁকে আক্বাঈদ শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়। তাঁর পবিত্র জীবন মুবারকের ব্যাপ্তীকাল ২৭০(মতান্তরে ২৭১) হিজরী থেকে ৩৩৩ হিজরী।অপর এক আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বাঈদ শাস্ত্রের ইমাম হলেন হযরত আবুল হাসান আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি শাফেয়ী মাযহাব মতাবলম্বী।

হযরত আমীরে মো'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি বিরুপ মন্তব্য (গালি গালাজ, সাহাবী নয় প্রভৃতি ধারনা) পোষন কারীর প্রতি ওলামায়ে কেরামগনেব মন্তব্য-

আমীরে মোআবিয়া'র শানে গুস্তাখ বা বিরুপ মন্তব্যকারি প্রসঙ্গে সকল ওলামা যেমন ওলামায়ে সলফ (আগের),ওলামায়ে খলফ (পরের), আরব, সিবিয়া তথা সমগ্র আরব বিশ্বের ওলামা'য়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে 'গুস্তাখ রা অবশ্যই ইসলাম বর্হিভুত তাদের জন্য শাস্তি অপরিহার্য' তাদের কে মজলিস হতে বিতারিত করা প্রয়োজন।

নিম্নে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামদের মন্তব্য তুলে ধরা হলঃ-

১**ইবনে আসাকির তারিখে দামাস্ক'কেতাবের ৫৯ খন্ডের ২১১ পৃষ্ঠায়, আজ রা 'কেতাবু-শ শরীয়া'৫ম খন্ড ২৪৬৭ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ রয়েছে যারা হযরত মো'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান,ওমর বিন আস প্রমুখদের গালী দেয় অবশ্যই তারা শাস্তির যোগ্য। আর এটাই হল সকল ওলামাদের রায়।

৮**'আস সুন্নাহ'২য় খন্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 'হযরত আব্দুল্লা কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন হে আব্দুল্লাহ আমার এক মামা আছে যে হযরত মো'আবিয়ার শানে গুস্তাখি করে, তার সহিত কি খাওয়া দাওয়া চলবে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন তার সহিত খাওয়া দাওয়া করা হারাম। এ সকল ছাড়াও আর ও বহু পুস্তক যেমন প্রভুতিতে ও অনুরুপ উক্তি করা হয়েছে। উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা পরিস্কার হযরত মো'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু শানে গুস্তাখী শরীয়ত বিরোধী কাজ। অতএব ওই সকল ভাইদের প্রতি যারা হযরত মো'আবিয়ার প্রতি কু-মন্তব্য করেন কর জোড়ে আবেদন তারা যেন এরুপ হতে বিরত থাকেন এবং তওবা করেন। এ প্রসঙ্গে আরও তথ্য পেতে visit করুন www.amir moavia.com,এছাড়াও পড়ুন আমার লিখিত 'হাদিসের আলোকে আমীরে মো'আবিয়া'

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সাহাবাদের দৃস্টিতে রসুল প্রেমই ইমানের মুল ভিত্তি

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা ইমানের প্রানশক্তি ,যা ছাড়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না। নবীর প্রতি ভালোবাসার অর্থ হল হুযুরের চাল-চলন, কথা-বার্তা,উঠা-বসা,শয়ন-স্বপন ,নিদ্রা-জাগরন,পানাহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর অনুকরণের মাধ্যমে নিজ জীবন কে প্রতিষ্ঠিত করা। হযরত ইবনে রজব হাম্বলি এর মতে ''রসুল পাকের প্রতি ভালবাসায় হল ইমানের মুল ভিত্তি এবং এটাই হল আল্লাহর প্রতি ভাল বাসার মিলিত রুপ। এ পর্যায়ে সাহাবাকেরামের দৃস্টান্ত সৃষ্টির ইতিহাসে আর খুজে পাওয়া যাবে না। কবির কবিতায়, প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধে সাহাবায়ে কেরামে রসুল প্রেমের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। যাঁরা সকলে সন্তান সন্ততি , পিতা-মাতা, সহায়-সম্পদ, ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন হুযুরের ভালবাসার নিমিত্তে। যার হাতে আমার প্রান, তোমারা ততক্ষন পর্য্যন্ত কেউই পরিপুর্ন ইমামদার হতে পারবে না,যতক্ষন আমি তার নিকট নিজ পিতা মাতা,সন্তান ও সকল মানুষহতে প্রিয় না হই।(বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪ পৃঃ)

হযরত আবুবকব সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রসুল প্রেমঃ-

ইসলামের প্রথম খালিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এক মাত্র কারন হল অত্যাধিক মাত্রায় রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রসুল প্রেম কে এক পাল্লায় এবং সকল উম্মতে রসুলের প্রেম কে আর এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাল্লা অধিক ভারী হবে। স্বীয় প্রান অপেক্ষা হুযুর কে অধিক ভালবাসা তেন। যার কারণে হুযুর বলেছেন দুনিয়াতে আমি প্রত্যেক মানুষের কৃত কর্মের পরিপুর্ণ প্রতিদান দিয়েছি কিন্তু সিদ্দিকে আকবরের ত্যাগের প্রতিদান আদায় করতে পারিনি। হাশরের ময়দানে স্বয়ং রব্বুল আলামিন তাঁকে ওই

প্রতিদান দান করবেন। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু হুযুরের প্রেমে সব্বস্ব বিলিন করেছিলেন ইসলামের কল্যানে। হুযুর ইরশাদ করেছেন দুনিয়াতে এমন কোন ব্যাক্তির উপর সুর্যোদয় ও সুর্যাস্ত হয়নি, যে পয়গম্বরদের পর হযরত আবুবকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ট। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়ীল্লাহু আনহুর প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। (রুহুল বায়ান)

হযরত ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রসুল প্রেমঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে হেশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্নণা করেছেন, একদা আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত উপস্থিত ছিলাম হুযুর পাক হযরত ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে ছিলেন। ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু বললেন ইয়া রসুলাল্লাহ ! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট সকল কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় শুধুমাত্র আমার জীবন ব্যাতিরেখে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা যথেষ্ট নয়, ওই মহান সত্ত্বার শপথ ! যার হাতে আমার প্রান-যতক্ষন পর্য্যন্ত না তোমার প্রাণ ওজীবন অপেক্ষা আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয় যথেষ্ট হবে না। অতঃপর হযরত ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন-হাঁ খোদার কসম এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওমর এখন পরিপুর্ণ মোমিন হয়েছে।হযরত ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রেমের আর ও পরিচয় আমরা পাই হুযুর পাকের ওফাতের সময়। হুযুরের প্রেমে এমনই মত্ত ছিলেন যে হুযুরের ওফাত কে প্রথম দিকে মেনে নিতে পারেন নি। এমনকি এভাবে বলে ছিলেন,কে বলে হুযুর আমাদের মধ্যে নেই ; যে বলবে তিনি ইন্তেকাল করেছেন , তার গর্দান উড়িয়ে দেব। (তাবারী, তারীখুল উমাম২/২৩৩) .

. হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাসুল প্রেমঃ-

একবার হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও জিজ্ঞাসাা করলেন 'হুযুরের সহিত কেমন ভালবাসা আপনারা রাখেন? উত্তরে হযরত আলি বললেন-মহান আল্লাহর নামে শপথ হুযুর আমাদের কাছে আমাদের ধণ-সম্পদ,সন্তান-সন্ততি,পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন। হুযুবের প্রেমে এতই বিহ্বল হতাম যেমন ভাবে তৃর্ষ্ণাত তৃষ্ণার সময় পানির জন্য বিহ্বল হয়। (শেফা ২৭৪ পৃঃ)

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও রসুল প্রেমঃ-

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী পাক তথা স্বীয় পিতাকে নিজ প্রানের চেয়েও অধিক ভাল বাসতেন। হুযুর পাক নিজেই তার সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন ফতেমা আমার প্রাণের টুকরো। হুযুবের প্রতি তাঁর ভালবাসা এমনই পর্য্যায়ে উর্ত্তীণ হয়েছিল যে হুযুবের ওফাতেমার পর কখন ও হাসেননি। (আল অফা বি আহওয়ালে মোস্তাফা ৮০৩পৃঃ)

. হযরত আবু তালহা ও রসুল প্রেমঃ-

হুদায়বিয়ার সন্ধিক্ষণে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র থু থু কেক নিজ শরীরে মেখে ছিলেন। ওহুদের ময়দানে নিজেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ওর ঢাল স্বরুপ উপস্থাপন করে ছিলেন যার কারনে তাঁর দেহে ৭০টি তীরের আঘাত লেগে ছিল।

Once a person came to the holy prophet(peace be upon him)and asked when would be the day of judgment.The holy prophet(peace be upon him)replied to him,"what have you prepared for it?" He said, "Ya Rasool allah(peace be upon him),I have not done much extra preyers and nor have given much charity.But yes, for sure, I love Allah Almighty and his messenger, peace be upon him." Then, the holy prophet (peace be upon him) replied that "you will be with

whom you love on the day of judgment.''সকল ছাড়াও সাহাবা কেরামের নবী পাকেব প্রতি প্রেমের বহু দৃষ্টান্তের নজীর রায়েছে যা হাদিস শরীফ ও অন্যান্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।প্রকৃত পক্ষে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও পববর্তী উম্মতের মাঝে সেতুবন্ধ রচনাকারী কেরান ও সুন্নাতের নির্দেশ পালনে সকলেই ছিলেন উন্মুখ। তাদের জীবনের প্রতিটি ঘটনা, কাজ ও বাণি আমাদের ব্যাক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্টীয় জীবন পর্যন্ত অনুকরনীয় মহান রব্বুল আলামিন আমাদের কে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সকল সাহাবার ফায়েজ লাভের তওফীক দান করুন।

মাযহাব অনুসরণ ওয়াজিব

মাযহাব মানা বা তাকলীদ যে ওয়াজিব, তা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদিস,উম্মতের কর্মপন্থা ও তাফসীর করকদের উক্তি সমুহ থেকে প্রমানিত। সাধারন তাকলীদ হোক মুজতাহিদের তাকলীদ হোক উভয়ের প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।(নিম্নে ও গুলোউপস্থাপন করা হল।)

(১) (সুরা ফাতেহা আয়াত ৫-৬)

অর্থাৎ আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর। ওনাদের পথে যাঁদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। এখানে সোজা পথ বলতে ওই পথকে বোঝানো হয়েছে, যে পথে আল্লাহর নেক বান্দাগণ চলেছেন। সমস্ত তাফসীর কারক, মুহাদ্দিস,ফিকহবিদ ওলীউল্লাহ গাউস কুতুব ও আবদাল হচ্ছেন আল্লাহর নেক বান্দা। তারা সকলেই মুকাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। সুতরাং তাকলীদই হলো সোজা পথ।

(২) (সুরা নেসা আয়াত ৫৯)

(আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী রয়েছে, তাদেরও।) এ আয়াতে তিনটি সত্বার আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

(১) আল্লাহর (কুরআনের) আনুগত্য,(২)রসুলের (হাদিসের)আনুগত্য এবং(৩)আদেশ দাতাগণের (ফিকহাবিদ মুজতাহিদ আলিমগণ) আনুগত্য। (উলিল আমর)

হলেন মুজতাহিদ আলিমগণই। মনে রাখতে হবে যে,এ আয়াতে আনুগত্য বলতে শরীয়তের আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে যে অনুশাসন তিন রকমের আছে, কতগুলো সরাসরি কুরআন থেকে সুস্পষ্টরুপে প্রমাণিত। যেমন অন্তঃসত্ত্বা নয়, এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে, তাকে 'ইদ্দত' পালন করতে হয়, এদের প্রতি আল্লার নির্দেশ (আতীউল্লাহ) থেকে এ অনুশাসন গৃহীত হয়েছে। আর কতগুলো অনুশাসন সরাসরি হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত। উদাহারণ স্বরূপ,সোনা-রূপা নির্মিত অলংকার ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম। এ ধরনের অনুশাসন মেনে চলার জন্য (আতীউর রসুল) বলা হয়েছে। আর কতকগুলো অনুশাসন আছে যেগুলো স্পষ্টভাবে কুরআন বা হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় না। যেমন স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুকামে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার বিধান। এ ধরনেব অনুশাসন মেনে চলার জন্য (উলীল আমরে মিনকুম)বলা হয়েছে। এ তিন রকম শরীয়ত বিধির জন্য তিনটি আদেশ দেয়া হয়েছে। (৩) (সুরা আম্বিয়া অয়াত ৭)

(হে লোক সকল! তোমাদের যদি জ্ঞান না থাকে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা) এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, যে বিষয়ে অবহিত নয়, সে যেন সে বিষয়ে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নেয়। যে সব গবেষণালব্ধ মাসাইল বের করার ক্ষমতা আমাদের নেই, ঐগুলো মুজতাহিদগনের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। সুতরাং যে বিষয়ে আমরা জানি না, সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) (সুরা লোকমান আয়াত ১৫)

(যিনি আমার দিকে (আল্লাহর দিকে) রুজু করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরন কর।) এ আয়াত থেকে এও জানা গেল যে আল্লাহর দিকে ধাবিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরন (তাকলীদ) করা আবশ্যক।(৫)

এবং তাঁরা আরয করেন-হে আমাদের রব আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দ্বারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের ইমাম বানিয়ে দাও। তাফসীরে মাআলিমুত তানযীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাতে আমরা পারহেযগারদের অনুসরণ করতে পারি, আর পারহেযগারগণও

আমাদের অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। এআয়ত থেকেও বোঝা গেল যে আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসরণ বা তাকলীদকরা ওকান্ত আবশ্যক।

(৬) (যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ ইমাম সহকারে ডাকবো....। তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে- (কিংবা ইমাম হচ্ছেন ধর্মীয় পথের দিশারী,তাই কিয়ামতের দিন লোকদিগকে 'হে হানাফী' হে সাফেঈ! বলে আহবান করা হবে।) এথেকে বোঝা গেল, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমামের সাথে ডাকা হবে। ডাকা হবে হে হানাফী মতাবলম্বীগণ! এখন প্রশ্ন হলো, যে ইমাম মানেনি, তাকে কার সাথে ডাকা হবে? এ সপমর্কে সুফিয়ানে কিরাম(রহমতুল্লাহে আলায়হে) বলেন যে, যার ইমাম নেই, তার ইমাম হলো শয়তান।(৭) (এবং যখন তাদেরকে বলা হয়-'তোমরা ঈমান আন, যেরূপ সত্যিকার বিশুদ্ধ চিত্ত মু'মিনগণ ঈমান এনেছেন.। তখন তারা বলে-আমরা কি বোকা ও বেওকুফ লোকদের মত বিশ্বাস স্থাপন করব? বোঝা গেল যে, ঐ ধরনের ঈমানই গ্রহনযোগ্য, যে ঈমান নেক বান্দাগণ পোষণ করেন।অনুরূপ,মাযহাব ওটাই যেটার অনুসারী হচ্ছে নেক বান্দাগণ।উহাই হলো তাকলীদ।-সুত্রঃ জা'আল হক ১ম খন্ড-

ইমামত কোন কোন ব্যক্তির জন্য নাজায়েজ এবং কার জন্য. মাকরুহ, আর কার জন্য জায়েজ?কোন ব্যক্তি ইমামতের জন্য অধিক যোগ্য?

উত্ম- যার পিছনে নামায বাতিল এবং এর যার ইমামত করাও নাজায়েজ, তার পরিচয় হলত্ম-

১.যে ক্বিরাত ভুল পড়ে আর যার ফলে কোর আন শরীফের সঠিক অর্থের বিকৃতি ঘটে।

২.যে সঠিক ভাবে ওজু ও গোসল করতে অজ্ঞ ।

৩.যে সব লোকেরা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়ের কোন কিছুকে অস্বীকার কারী

যেমন-ওহাবী,রাফেজী,গায়ের মুকাল্লিদ,দেওবন্দী,নেচরী ,চকরলবী প্রভৃতি দের পিছনে নামায বাতিল। যাদের গুমরাহি কুফরী হওয়ার সীমা পযর্ন্ত পৌঁছাইনি যেমন তাফদ্বীলিয়া -এই ফিরকার লোকেরা মৌওলা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে শাইখাইন হতে অধিক উত্তম ব্যক্ত করে। তাফসীক্বয়া -যারা কিছু সাহাবায়ে কেরামদের শানে বে-আদবী করে যেমন ;হযরত আমারে মুয়াবিয়া ,হযরত আমর বিন আস ও আবুল মুসা আশআরী ও মুগীরা বিন শোআবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে খারাপ ব্যক্ত করে তাদের পিছুনে নামায কঠিন মাকরূহ তাহরিমী এবং এদের ইমাম বানানো হারাম।

আর এদেরই সমকক্ষ হল ফাসিকে মুলীন-যেমন দাঁড়ি কামানো,ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি,দাড়ি ছেটে ফেলা,শরীয়তের বিধান হতে কম পরিমান দাড়ি রাখা,কাধেঁর নিচে মহিলাদের ন্যয় চুল রাখা, বিশেষতঙ্খজটাধারী,রেশমের কাপড় পরিধানকারী,সাড়ে চার মাশার অধিক ওজনের আংটি পরিধানকারী, কিংবা দুটি আংটি পরিধানকারী যাদের মিলিত ওজন চার মাশার কম হয়,সুদখোর ,নাচ -গান, সিনেমা প্রভৃতি দর্শনকারীর পিছনে নামায মাকরুহ তাহরিমী।

যারা ফাসিকে মলিন নয় কিংবা কোরআন শরীফের ওই ভুল করে না যার দ্বারা নামায বাতিল হয় না।অন্ধ,মূর্খ,গোলাম,ওলাদা জিনা এছাড়া কুষ্ঠরোগী কিংবা এমন রোগী যাকে দেখে লোকেরা ঘৃণা করে।এ ধরণের লোকেদের পিছনে নামায মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ পড়লে খেলাফে আওলা হবে।আর পড়লে অসুবিধা নায়।

ইমাম ঐ ব্যক্তিকে বানাতে হবে,যে সহী সুন্নীউল আক্বীদার ব্যক্তি হবে,সঠিকভাবে তাহারাত বা পবিত্রতা সম্পর্কে অবগতহবে,সঠিকভাবে ক্বেরাত করতে পাররে। যে নামাযের মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত। যে ফাসিক্ব নয়।না তার মধ্যে শারিরীক ও রুহানী কোন দূবর্লতা থাকবে যার দ্বারা মানুষের কাছে ঘৃণিত হয়।

(সুত্রঙ্খ-আহকামে শরীয়ত,আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু)

মুরতাদ মুনাফেক হল ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু

মুরতাদ মুনাফিকদের পরিচয়–মুরতাদ মুনাফিক হল তারা যারা মুখে ইসলামের কালিমা পড়ে .তারা নিজেদেরকে মুসলমানও দাবী করে। আর সাথে সাথে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কোন নবীর এহানত ও বেআদবী করে। অথবা ধর্মের অবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করে।

এরা কারাঙ্খ–এরা হল ওহাবী সম্প্রদায় যেমন গায়ের মুকাল্লিদ,দেওবান্দী;রাফেজী, কাদিয়ানী,ন্যাচারী,চাকড়ালভী ও ভ্রান্ত সুফী যারা শরীয়তের ব্যাপারে উদাসীন।

শরীয়তের হুকুমঙ্খ–তাদের সাথে বিবাহ কোন মুসলমানদের হবে না ।তাদের সাথে যদি কোন মুসলমান তাদের ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়,তাহলে বিবাহ হবে না; বরং যীনা হবে।

এরা হল এমনই বদ যে,এদের সংস্পর্শ হাজার হাজার কাফিরের সংস্পর্শের চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক। কারণ তারা মুসলমান সেজে কুফরীর শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে ওহাবী এবং দেওবান্দী তারা নিজেরাই নিজেদের খাস সুন্নি এবং আহলে সুন্নাত জামায়াত ও হানাফী দাবী করে ।নামায রোযা আমাদের মতই করে , আমাদের কেতাব পড়ে ও পড়ায়; আর সাথে সাথে আল্লাহ পাক ও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও গালি দেয়। (তারা আল্লাহ পাক ও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শানে যে গালি গালাজ করেছে তার কিছু বর্ণনা দেওবান্দী দের পুস্তক হতে উদ্ধৃত দিয়ে আমার পূর্ব প্রকাশিত **তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে** পুস্তকে তুলে ধরেছি) এই প্রকার সম্প্রদায় সবচেয়ে গুরুতর বিষাক্ত বাতিল।

হুশিয়ার খবরদাব , এদেরকে নিজেদের থেকে দুর করে কিংবা নিজেদের কে এদের থেকে দুরে রেখে,নিজের দ্বীন এবং ঈমান রক্ষা করতে হবে। আল্লাহই উত্তম হেফাযতকারী ,তিনি অতি দয়ালু ।

(সুত্রঙ্খ–আহকামে শরীয়ত,আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু)

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষদের নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এবং সাহাবারা সক লে নাভীর নিচেতেই হাত বাঁধতেন। এসর্ম্পকে নিম্নে দলীল সহকারে পেশ করা হলঙ্খ-

১.হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, "(হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নাত হল,নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধা।" [১]

২.হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, "আমি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রেখেছেন।"[২]

হাফিজ আলক্কাসিম বিন কুতলুবুগা 'শারহ মুখতার' এর মধ্যে এই হাদিসের সনদ কে 'জায়েদ' বলেছেন। শাইখ আবু তাইয়াব আল মাদানী ' শারহ তিরমিযী ' -এর মধ্যে মন্তব্য করেন, সনদের দিক দিয়ে উক্ত হাদিসটি মজবুত। শাইখ আবিদ আস সানাদী তাওয়ালিউল আনওয়ার পুস্তকে উক্ত
হাদিসের বর্ণমা কারিদের ' স্বেকা ' বলেছেন।[৩]

৩. .হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত তিনটি বিষয় রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস

১.মুসনাদে আহমদঙ্খ১/৩৯১পৃষ্ঠা,৫/২২৭পৃষ্ঠা
মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১/৩৯১পৃষ্ঠা
সুনানে আবু দাউদঙ্খতাহক্কীক আওয়াম ১/৪৯৫পৃষ্ঠা
দারু কুতনী ১/২৮৬পৃষ্ঠা
সুনানে কুবরা ১/১১পৃষ্ঠা
২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩০৮পৃষ্ঠা,কিতাবুস সলাত.
৩.তাহফাতুল আহওয়াহজি২/৭৫.

সালাম দের পবিত্র আচরণের অন্তভুক্ত ঃ সময় হওয়ার পর ইফতারে বিলম্ব না করা , সাহরীতে বিলম্ব করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা ।[১]

৪.ইমাম তিরমিযী স্বীয় পুস্তক সুনামে তিরমিযী র মধ্যে বর্ণনা করেছেন,কিছু সংখ্যক নাভীর উপরে বাঁধার কথা বললে ইমাম তিরমিযী সহ বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস এর বিরোধীতা করে বলেন কোন সহীহ হাদিস মারফুও হাদিস দ্বারা এটা কক্ষণই সাব্যস্ত হয় না যে, হাত নাভীর উপরে বাঁধতে হবে বরং নাভীর নিচে বাঁধার কথাই অধিক সাবস্ত্য হয়।[২]

ইমাম গণের সিদ্ধান্ত

ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু,হযরত সুফীয়ান সাওরী, ইসাহাক ইবনে রাওয়াহা,আবু ইসাহাক মারওয়াযী প্রমুখ ইমামগণ নাভীর নিচে হাত বাঁধার সিদ্দান্ত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রসিদ্দ মতও অনূরূপভাবে বর্ণিত আছে।

১.মুহাল্লা ৩/৩০পৃষ্ঠ,আল জাওহারু নাকী ২/৩২

২. তিরমিযী শরীফ হাদিস নং ২৫১

ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ

ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের ক্বেরাতই মুক্তাদির ক্বেরাত বলে ধরা হবে। কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে বিদ্যমান,জামাতের নামাযে ইমামের পিছনে মুকতাদির সুরা ফাতিহা ও অন্য কোন সুরা পাঠ নিষিদ্ধ।

প্রথম দলীলঃকুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ- "এবং যখন কুরআন পড়া হয়,তখন তা মনোযোগ দিযে শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাক,যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।"[১]

ব্যখ্যাঃ এ আয়াতের. ব্যখ্যা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবা ও মুফাসসিরগণ যেমন হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ,হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস,হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আব্দুল্লা ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইরশাদ করেন, এই আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুব. উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,এ বিষয়ে উম্মাহব ইজমা রয়েছে যে,এই আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছে[২]।

ইমাম যায়েদ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন,একিছু মানুষ ইমামেব পিছনে ক্বিরাত পড়তেন,তখন এই বিধান অবতীর্ন হয়-যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।[৩]

হযরত বাশীর ইবনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ালেন এবং অনুভব করলেন যে,কিছু মানুষ ইমামের সঙ্গে ক্বিরাত পড়ে। নামায শেষে তাদের ভৎসনা করে তিনি বললেন,আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন-যখন কুরআন পড়া হয় তখন

১.তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/২৮১,

২.আলমুগনী ১/৪৯০

৩. আলমুগনী ১/৪৯০ ,

তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।এরপরও কি তোমরা বিষয়টি বুঝছ না। এখনও কি তোমাদের বোঝার সময় হয়নি !

মন্তব্যঃ-সাহাবায়ে কেরাম,তাবেয়ীন,মুফাসসিরিন ও মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে,উপরোক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতের নির্দেশ হল,ইমাম যখন নামাযে কুরআন পড়বে তখন মুক্তাদি চুপ থাকবে।

দ্বিতীয় দলীলঃ-

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তখন ইমামের ক্বেরাত পড়াই তার ক্বেরাত পড়া রূপে ধর্তব্য হবে।"[১]

তৃতীয় দলীল

হযরত আতা বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নিকট ইমামের সাথে ক্বেরাত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন । তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উওর দিলেন, 'মুক্তাদির ইমামের সাথে কোনো প্রকার ক্বেরাত নেই ।'[২]

১.জামিউল আসানিদ ১/৩৩১পৃষ্ঠ,খাওয়ারযামী;
আল–মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ১/৯৬ পৃষ্ঠ
আল–মুসনাদ ১/৩২০পৃষ্ঠ,হাদিস নং ১০৫০.
আল–মুজামুল আওসাত ,তাবারাণী ৮/৪৩পৃষ্ঠ
আস–সুনানুল কুবরা;বায়হাকী ২/১৬০পৃষ্ঠ
মুসনাদে ইমামে আযাম ৬১পৃষ্ঠ
২.মুসলিমশ্রআস–সহীহ,কিতাবুস সালাত ১/১৬৪পৃষ্ঠহাদিস নং ৬০২
নাসাঈ শ্রআস–সুনান,কিতাবুল ইফতেতাহ ২/১৬০পৃষ্ঠহাদিস নং৯৬০
নাসাঈ শ্রআস–সুনানুল কুবরা ১/৩৩১পৃষ্ঠহাদিস নং১০৩২
আবু আওয়ানাশ্র আল–মুসনাদ ১/৫২২পৃষ্ঠহাদিস নং১৯৫১

এই হাদিসে জামাতের নামায প্রসঙ্গে এসেছে এবং এই হাদীসে মুক্তাদিকে ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়তে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত হাদিসের 'ফি শাইয়িন' শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে যে মুক্তাদি কোনো কিছুই পড়বে না - না সুরা ফাতিহা , না অন্য কোনো সুরা । এর দ্বারা আরও বোঝা যায় যে , জাহরী (জোরে ক্বেরাতের নামায) কিংবা সির্‌রী (আস্তে ক্বেরাতের নামায) কোনো নামাযেই মুক্তাদি কুরআন পাঠ করবে না।

চতুর্থ দলীল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,জামাতের নামাযে ইমাম হল অনুসরনের জন্য। অতএব ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে।আর যখন ইমাম পাঠ করে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। যখন ইমাম বলে, 'গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বলিন' তখন তোমরা বলবে আ-মী-ন। যখন সে রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে.....।

ব্যাখাঃ-ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য আবুবকর রহমাতুল্লাহি আলাহ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ইমাম মুসলিম বলেন, 'আমার মতে হাদীসটি সহীহ ।'

পঞ্চম দলীলঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,ইমাম এজন্য বানানো হয় যে,যেন তার অনুসরণ করা যায়। অতএব যখন সে তাকবীর বলবে,তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন রুকু করবে,তোমরাও রুকু করবে। যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলবে তোমরা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলবে।যখন সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করবে এবং যখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে আর যখন সে বসে নামায পড়বে

তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।[১]

উক্ত হাদীস শরীফে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদীদের ইমামের পিছনে করণীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন।এক্ষেত্রে ক্বেরাতের কথা ইরশাদ করেন নি;যার দ্বারা এটা সাবস্ত্য হয় যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের ক্বেরাত নিষিদ্ধ।

ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যঃ

ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইমামের পিছনে নিশ্চুপ থাকার সপক্ষে মন্তব্য করে বলেছে,ইমামের ক্বেরাত মনোযোগ দিয়ে শোনা ও নিশ্চুপ থাকার বিধান কোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।জামাতের নামাযে মুক্তাদী সুরা মিলাবে না এবিষয়ে উম্মহর ইজমা রয়েছে ।আর সাহাবায়ে কেরাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামার মতে সুরা ফাতিহাও পড়বে না।[২]

সতর্ক বার্তাঃ বর্তমানে ওহাবী তথা গায়র মুকাল্লিদ সম্প্রদায় ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর দলীল উপস্থাপন করে এরূপ অন্যায় প্রচারণা চালাতে থাকে যে, ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ইমামের পিছনে ফাতিহা না পড়া সম্পর্কে কোন দলীল নেই।’ তাদের এরূপ মত খন্ডনের জন্য প্রত্যেক নর-নারী র উচিত যে, ইমামের পিছনে ক্বেরাত করা নিষিদ্ধ সম্পর্কে যে সকল দলীলাদী দেওয়া হয়েছে,সেগুলি ওহাবী সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থাপন করে নিজেদের ঈমান ও আমাল কে হেফাজত করা এবং ওহাবী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি মূলক প্ররোচনায় কর্ণপাত না করা।

১.বুখারী ঃ আস–সহীহ,কিতাবু সিফা তিস সালাত ১/২৫৭পৃষ্ঠা,হাদিস নং ৭০১
মুসলিম ঃ আস–সুনান,কিতাবুস সালাত ১/৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৪১৪
আবু দাউদ ঃ আস–সুনান,কিতাবুস সালাত ১/১৬৪ পৃষ্ঠা,হাদিস নং ৬০২
ইবনে মাজাহ ঃ আস–সুনান,কিতাবুস ইকামাতিস সালাত ১/২৭৬,হাদিস নং ৮৬৪
আহমদ বিন হাম্বালঃ আল মুসনাদ ২/৩৪১পৃষ্ঠাহাদিস নং ৮৪৮৩
২.তানাউউল ইবাদাত পৃষ্ঠা৫৫

উচ্চস্বরে ‘আমীন’ না বলা

ইমামের সুরা ফাতিহা সমাপ্ত হওয়ার পর মুক্তাদীর আস্তে আমীন বলা হল শরীয়তের বিধান।

১) হযরত ওয়ায়িল বিন হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ‘ গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দ -দ্ব-লিন’ পাঠ করতে শুনলাম,এরপর তিনি বললেন,‘ আমীন ’ এবং ‘ আমীন’ বলার আওয়াজ নীচু করলেন।”[১]

২) হযরত আবু ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,“হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লা বিন মাহউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাসমীয়া (বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম), তাউযু (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম) এবং তামীন (আমীন) উচুঁ আওয়াজে বলতেন না।”[২]

৩) হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,পাঁচটি জিনিস নিম্নস্বরে পড়তে হবে;সানা,তাউযু (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম), তাসমীয়া(বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম),আমীন ও তাহমীদ।[৩]

৪) হযরত আবু ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ‘তাসমীয়া’, ‘তাউযু ’এবং ‘তামীন ’উচ্চস্বরে বলতেন না।[৪]

---

১)তিরমিযীঃ আস সুনান, কিতাবুস সালাত ১/২৮৯পৃষ্ঠা,হাদিস নং ২৪৮
আহমদ বিন হাম্বালঃ আল মুহনাদ ৪/৩১৬পৃষ্ঠা
হাকেমঃ আল মুসতাদরক ২/২৫৩পৃষ্ঠা,হাদিস নং ২৯১৩
তায়ালিসীঃ আল–মুসনাদ ১/১৩৮পৃষ্ঠাহাদিস নং ১০২৪
২)তাবরানীঃ আল–মুজামুল কাবীর ৯/২৬৩ পৃষ্ঠা,হাদিস নং ৯৩০৪
হাইসামীঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৮
৩)মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২/৮৭পৃষ্ঠাহাদিস নং ২৫৯৭;
কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪ পৃষ্ঠা,হাদিস নং ২২৮৯৪
৪)তাহাবী ঃ শারহু মানিল আসার ১/২৬৩ পৃষ্ঠাহাদিস নং ১১৭৩

৫) হযরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা অআনহু বলেন,চারটি জিনিস ইমামে পেছনে নিম্নস্বরে বলতে হবে-তাআউয,তাসমীয়া,তামীন এবং তাহমীদ।[১]

উপরোক্ত দলীলীদির দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত যে,কোন সহীহ হাদীসে উচ্চস্বরে আমীন বলার আদেশ দেওয়া হয়নি। আজকের ওহাবী সম্প্রদায় সর্বদা উচ্চস্বরে আমীন বলার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। কিন্তু এবিষয়ে তারা যত রেওয়ায়েতের সাহায্য নিয়ে থাকে সে গুলির দ্বারা সর্বদা জোরে আমীন বলার উল্লেখ নেই।

যাকাতের অর্থ কাফের ,মুশরীক,ওহাবী (দেওবন্দী ,জামাতে ইসলামী,গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী ,ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থপ্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।

(আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)

১.হিন্দি কানযুল উম্মাল ৮/২৭৪,হাদীস ক্র ২২৮৯৪

প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উঠানো নিষেধ

নামায পড়ার সময় একমাত্র শুরুতেই অর্থাৎ প্রথম তাকবীব ব্যতীত অন্যত্র হাত উঠানো নিষেধ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবারাও একমাত্র শুরুতেই উঠাতেন। এ সম্পর্কে দলীল সহকারে আলোচনা করা হল।

১.হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ,হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন এরপর পূণরায় এরূপ করতেন না। [১]

২. হযরত আলক্বামা বর্ণনা করেন যে,হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়াবো না? বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন,অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং একবার ব্যতীত স্বীয় হাত উত্তোলন করলেন না। ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় এরূপ আছে অতঃপর তিনি হাত উত্তোলন করলেন না।[২]

৩. হযরত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন

১.আবু দাউদ ;আসসুনান,কিতাবুত তাত্ববীক১/২৮৭.হাদিস নং ৭৫০
মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২/৭০পৃষ্ঠাহাদিস নং ২৫৩০
মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ১/২১৩পৃষ্ঠাহাদিস নং২৪৪০
সুনানে দারে কুতনী ১/২৯৩পৃষ্ঠা
তাহাবীশ্বশারহু মানিল আসার১/২৫৩পৃষ্ঠাহাদিস নং
২..আবু দাউদ ;আসসুনান,কিতাবুত তাত্ববীক১/২৮৬.হাদিস নং ৭৪৮.
তিরমিযীশ্বআস–সুনান,কিতাবুস সলাত ২/১৯৪পৃষ্ঠাহাদিস নং৩৬১.
নাসায়ীশ্বআস–সুনান,কিতাবুল ইফতেতাহ ২/১৩১পৃষ্ঠাহাদিস নং১০২৬.
আহমদ বিন আম্বাল শ্বআল মুসনাদ ৩/৩৮৮পৃষ্ঠাহাদিস নং ৪৪১.

করতেন। অতঃপর নামাযের মধ্যে আর কোন স্থানে হাত উত্তোলন করতেন না।আর এরূপ আমল তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে করতেন।[১]

৪.হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, "আমি হুযুর নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার সঙ্গে নামায আদায় করেছি ,তাঁরা সকলেই শুধুমাত্র নামাযের শুরুতেই হাত উত্তোলন করতেন।"

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ

ইসলামের শুরুর দিকে মহিলাদের জামাতের উপস্থিত হওয়ার অনুমতী থাকলেও পরবর্তীতে তা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিস পাকে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে ,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,-মহিলাদের ভিতরের ঘরের নামাজ তার বাইরের ঘরের নামাজ পড়া হতে উত্তম,আর তার কামরার মধ্যে নামাজ তার ঘরের নামাজ পড়া হতেও উত্তম।[২]

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরত বেলাল প্রমুখ সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম -মহিলাদের মাসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। এমনকি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের মাসজিদে উপস্থিত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দেন।

বিশ্ববিখ্যাত 'ফতওয়ায়ে শামী ' তে উল্লেখ আছে মহিলাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ।

হেদায়া কিতাবের বিশ্ব বিশ্রুত ও সর্বজন সম্মত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর'. কেতাবে উল্লেখিত রয়েছে,মুআখিরীন উলামাযে কেরাম বর্তমান যুগে

১.আবু দাউদ শরীফ,মিশকাত শরীফ ৯৯৬ পৃষ্ঠা
২. জামিউল মাসানিদঃখাওয়ারযামী ১/৩৫৫পৃষ্ঠা

স্ত্রীলোকদের জামাতে নামায পড়াব জন্য ঘর থেকে বাহির হওয়াকে নাজায়েয বলেছেন ।[১]

মহিলাদের যে কোন প্রকার নামাযে জামায়াতে হাজির হওয়া শরীয়ত বিরোধী। তাতে দিনের বেলার হোক কিংবা রাত্রীর,জুমা হোক কিংবা ঈদ,যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা।[২]

আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

আযান দেয়ার সময় মুয়াযি্যন যখন আশহাদুআন্নামুহাম্মাদার রাসুল্লুলাহ' উচ্চারণ করে, তখন নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় বা শাহাদতের আঙ্গুল চুম্বন করে চুক্ষদ্বয়ে লাগানো মুস্তাহাব এবং এতে দীন-দুনিয়া উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এটা প্রমাণিত আছে এবং অধিকাংশমুসলমান একে মুস্তাহাব মনে করে পালন করেন।

১ ।'প্রসিদ্ধ সালাতে মস্‌উদী' কিতাবের ১২খন্ড শীর্ষক ২০ নং অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-The Noble Messenger is reported to have said, on the Day of qiyaamat, I shall search for the person who used to place his thumbs on his eyes when hearing my mane during the Adhaan. I shall lead him into Jannat. [salat al-Mas oodi, vol 2,Chapter 20]

("হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে-যে ব্যক্তি আযানে আমার নাম শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চোখের উপর রাখে, আমি ওকে কিয়ামতের কাতার সমূহে খোঁজ করবো এবং নিজের পিছে পিছে বেহেশতে নিয়ে যাব।")

২। তাফসীরে রূহুল বয়ানে ষষ্ঠ পারার সূরা মায়েদার আয়াত এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

Kissing the nails of the thumbs and the shahadat finger when saying Muhanunadur- Rasoolullah sallAllaho alaihi wa Sallam has been classified as weak (zaeef) because it is not proven from a marfoo

১.ফাতহুল কাদীর ১/২৫৯ পৃষ্ঠা
২.দুররে মুখতার ১/৫২৯ পৃষ্ঠা

hadith. However, Muhadditheen have aagreed that to act upon a zaeef Hadith to incline people towards deeds and instill fear within them is permitted.

[Tafseer Rooh al- Bayaan, Vol 3, page 282]

''মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ' বলার সময় নিজের শাহাদাতের আঙ্গুল সহ বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু দেয়ার বিধানটা জঈফ রেওয়াতের সম্মত। কেননা এ বিধানটা মরফু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীন কিয়াম এ ব্যাপারে একমত যে আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের বেলায় জঈফ হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়েয। (রুহুল বায়ান ৩ খন্ড ২৮২ পৃঃ)৩। ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খন্ড শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- আযানের প্রথম শাহাদত বলার সময়- (সাল্লাল্লাহু আলইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলা মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয় শাহাদত বলার সময়- (কু ব্রাতু আইনী বেকা ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলবেন। অতঃপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদয়েন নখ স্বীয় চোখদ্বয়ের উপর রাখবেন এবং বলেবেন- (আল্লাহুম্মা মত্তায়েনী বিসসময়ে ওয়াল বসরে) এর ফলে হুজুর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওকে নিজেব পছনে পিছনে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।

(রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ২৩৩ পৃঃ, তফসীরে জালালাইন সুরা আহযাব ১৩ নং টীকা ৩৫৭ পৃঃ,কনযুল ইবাদ্ কুহস্থানী, ফাত্ওয়ায়ে সূফিয়া)

৪। কিতাবুল ফিরদাউসে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আযানে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ 'শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুম্বন করে, আমি ওকে আমার পিছনে বেহেশতে নিয়ে যাব এবং ওকে বেহেশতের কাতারে অন্তর্ভূক্ত করবো। এর পরিপূর্ণ আলোচনা 'বাহারুর রায়েক' এর টীকায় বর্ণিত আছে। উপরোক্ত ইবারতে ছয়টি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-শামী, কনযুল ইবাদ, ফাত্ওয়ায়ে সূফিয়া, কিতাবুল ফিরদাউস, কুহস্থানী এবং 'বাহারুর রায়েক' এর টীকা। ওই সব কিতাবে একে মুস্তাহাব বলা হয়েছে।৫। নামক গ্রন্থে ইমাম সাখাবী (রহমাতুল্লাহ আলায়) বর্ণনা করেছেন-ইমাম দায়লমী (রহমাতুল্লাহ আলায়) 'ফিরদাউস' কিতাবে হযরত

আবু বকর সিদ্দীক (রহমাতুল্লাহ আলায়) থেকে বর্ণনা করেছেন যে মুয়াযযিনের কন্ঠ থেকে যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ 'শোনা গেল, তখন তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আই বললেন এবং স্বীয় শাহাদতের আঙ্গুলদ্বয়ের ভিতরের ভাগ চুমু দিলেন এবং চক্ষুদ্বয়ে লাগালেন। তা' দেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি আমার এই প্রিয়জনের মত করবে, তাঁর জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যিক।''(আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ, হাদীস নং ১০২১, পৃঃ নং ৩৮৪)

উক্ত মাকাসেদে হাসনা গ্রন্থে আবুল আব্বাসের (রহমাতুল্লাহ আলায়)রচিত মুজেযাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে- হযরত খিযির (আলায়হে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে - যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের কন্ঠে 'আশহাদ আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ' শোনে যদি বলে- (মারাহাবা বে হাবীবী ওয়া কুররাতে আইনী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ) অতঃপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে লাগাবে, তাহলে ওর চোখ কখনও পীড়িত হবে না। উক্ত গ্রন্থে আরোও বর্ণনা করা হয়েছে- হযরত মুহাম্মাদ ইবনে বাবা নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এক সময় জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। তখন তাঁর চোখে একটি পাথরের কনা পড়েছিল যা বের করতে পারেনি এবং খুবই ব্যথা অনুভাব হচ্ছিল। যখন তিনি মুয়াযযিনের কন্ঠে আশহাদ আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ শুনলেন, তখন তিনি উপরোক্ত দুআটি পাট করলেন এবং অনায়সে চোখ থেকে পাথর বের হয়ে গেল। একই 'মকাসেদে হাসনা' গ্রন্থে হযরত শামস মুহাম্মদ ইবনে সালেহ মদনী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি ইমাম আমজাদ

(মিসরের অধিবাসী পূরবর্তী উলামায়ে কিরামের অর্ন্ত ভূক্ত) কে বলতে শুনেছেন-যে ব্যক্তি আযানে হুযুর (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম মুবারক শোনে স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী একত্রিত করে- উভয় আঙ্গুলকে চুম্বন করে চোখে লাগাবে। কখনও তার চক্ষু পীড়িত হবে না। ইরাক-আযমের কতেক মাশায়েখ বলেছেন যে, যিনি এ আমল করবেন, তাঁর চোখ রোগাক্রান্ত হবে না।

'মকাসেদে হাসনা'গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে- হযরত ইবনে সালেহ বলেছেন-যখন আমি এ ব্যাপারে জানলাম, তখন এর উপর আমল করলাম।এরপর থেকে আমার চোখে পীড়িত হয়নি। আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ এ আরাম সব সময় থাকবে এবং অন্ধত্ব মুক্ত থাকবো। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে য়ে ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে , যে ব্যক্তি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহু 'শোনে যদি বলে এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে এবং বলবে- তাহলে কখনও সে অন্ধ হবে না এবং কখনও তার চক্ষু পীড়িত হবে না।(আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ, হাদিস নং১০২১, পৃঃ নং৩৮৫)

শরহে নেকায়ায় বর্ণিত আছে-জানা দরকার যে মুস্তাহাব হচ্ছে যিনি দ্বিতীয় শাহাদতের প্রথম শব্দ শোনে বলবেন,- (সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ) এবং দ্বিতীয় শব্দ শোনে বললেন- (কুররাতু আইনি বে কা ইয়া রাসুলাল্লাহ) এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুক্ষদ্বয়ে রাখবেন, ওকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পিছনে পিছনে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। অনুরুপ কনযুল ইবাদেও বর্ণিত আছে। যামীউর রুমুয,১ম খন্ড, পৃঃ১২৫. [Fasl al Adhan, Maktaba Islamiya (Iran), Vol 1]

মাওলানা জামাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর মক্কী স্বীয় ফাত্ওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেছেন- আযানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দেয়া এবং চোখে লাগানো জায়েয বরং মুস্তাহাব। আমাদের মাশায়েখে কিরাম এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা করেছেন।আল্লামা মুহাম্মদ তাহির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসকে 'বিশুদ্ধ নয়' মন্তব্যকরে বলেন- There are many reports of this benefit being experienced.''(কিন্তু এ হাদীস অনুযায়ী আমলের বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়।)'' (খাতিমা মাযমা বেহারুল আনোয়ার ৩য় খন্ড ৫১১ পৃঃ) আরও অনেক ইবারত

উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এটুকুই যথেষ্ট মনে করলাম। হযরত সদরুল আফাযেল আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন সাহেব কিবলা মুরাদাবাদী বলেছেন, লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইনজিল' গ্রন্থের একটি।নেক পুরানো কপি পাওয়া গেছে, যেটার নাম 'ইনজিল বারনাবাস'। ইদানীং এটা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত এবং প্রত্যেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।এর অধিকাংশ বিধানাবলীর সাথে ইসলামের বিধানাবলীর মিল রয়েছে। এ গ্রন্থের এক জায়গায় লিখা হয়েছে যে হযরত আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রূহুল কুদ্দুস (নুরে মুস্তাফা) কে দেখর জন্য আরজু করলেন, তখন সেই নুর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে চমকানো হলো। তিনি মহব্বতের জোশে উক্ত নখদ্বয়ে চুমু দিলেন এবং চোখে বুলালেন। হানাফী আলিমগণ ছাড়াও শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের আলিমগণও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে একমত। যেমন শাফেঈ মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব- এর ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- ''(অতঃপর মিজের বৃদ্ধাঙ্গ লীদ্বয় চুমু দিয়ে চোখে লাগালে, কখনও অন্ধ হবে না এবং কখনও চক্ষু পীড়া হবে না।)''মালেকী মযহাবের প্রসিদ্ধকিতাব- এর প্রথম খন্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলার পর লিখেছেন- ''(অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুদ্বয় চুমু দেবে এবং চোখে লাগাবে, তাহলে কখনও অন্ধ হবে না এবং কখনও চক্ষু পীড়া হবে না। ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এটা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে একমত। শাফীঈ ও মালেকী মযহাবের ইমামগণ এটা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে রায় দিয়েছন। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক মুসলমান একে মুস্তাহাব মনে করেছেন এবং করছেন। এ আমল নিম্নবর্ণিত ফায়দা গুলো রয়েছেঃ আমলকারীর চোখ রোগ থেকে মুক্ত থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ কখনও অন্ধ হবে না, যে কোন চক্ষু রোগীর জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের আমলটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।এটা অনেকবার পরীক্ষিত হয়েছে।এর আমলকারী হুযুর কিয়ামতের কাতার থেকে খুঁজে বের করে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পিছনে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। একে হারাম বলা মূর্খতার পরিচায়ক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ একে নিষেধ করা যাবে না। হারাম বা মকরূহ প্রমাণের জন্য নিদিষ্ট দলীলের প্রয়োজন।সূত্রঃ- ফাতওয়া রেযবীয়া ২য় খন্ড ৫৩১ পৃঃ

যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত তাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া ।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহঃ-১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেককবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব কাকে বলে

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।[১]

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।[২]

বর্তমানে যে ব্যক্তি 'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মুল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।[৩]অর্থাৎ তার উপর যাকাত এবং সদকায়ে ফেতর ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ-কারও নিকট যদি কিছু অর্থ,কিছু সোনা ও চান্দি থাকে এবং সকলের মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির মূল্যের সম পরিমাণ

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮–৪০ পৃষ্ঠা

২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃষ্ঠা,মাহানামা আশরাফিয়া মে সংখ্যা ২০০৪

৩. فان كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وحدها أو با لضم الى غيرها
রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃষ্ঠা

হয় ,তাহলে সেই ব্যক্তিও মালিকে নেসাব রূপে গণ্য হবে এবং বছর পূর্ণ হবার পর তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[১]

যাকাতের হক্বদার কারা

যাকাতের প্রকৃত হক্বদার হলঃ- ফক্বীর, মিসকীন,যাকাত ওসুল কারী, মুক্তি পণের শর্তযুক্ত গোলাম,ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি,আল্লাহর রাস্তায়,মুসাফির।[২]

বিঃদ্রঃ- বর্তমানে যাকাতের হক্বদার হল শুধুমাত্র ফক্বীর,মিসকীন,ঋণী, মুজাহিদ ও মুসাফির। কারণ বর্তমানে যাকাত ওসুলকারী, মুক্তিপণের গোলাম প্রভূতি দেখা যায় না।

মাসয়ালাঃ-বর্তমানে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ হক্বদার হল তালিবে ইলম। কারণ এদের মধ্যে বেশিরভাগই গরীব হয়ে থাকে । যদিও কিছু অংশ ধণী হয়ে তাহলেও তারা হল মুসাফিরের অর্ন্তগত । যদিও এটাও পাওয়া না যায় তবে এটা ভেবে দিতে হবে যে তারা রয়েছে আল্লাহর রাস্তায়।

মাসয়ালাঃ-কোন দেওবন্দী,তাবলিগী এবং ওহাবী কে কিংবা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে জাকাত,ফেতরা ও ওশুর দেওয়া কঠিন হারাম। তাদের কে দিলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখি ও বে আদবী করার জন্য মক্কাও মাদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরাম গণ তাদের কাফের ও মুরতাদের ফতওয়া দিয়েছেন।[৩]

মাসয়ালাঃ-ব্যঙ্কের জমাকৃত অর্থ জমাকারীর মালিকত্বেও থাকে,যদি সেই অর্থের দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বছর অতিক্রম করলেই যাকাত ওয়াজিব হবে।[৪]

উত্তম হল ওই জমাকৃত অর্থের প্রতি বছর যাকাত দেওয়া কারণ কখন যে

১. فان كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وحدها أو بالضم الى غيرها
রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃষ্ঠা মারকাযু তারবিয়াতুল ইফতা ৪০৮পৃষ্ঠা

২.দুররে মুখতার ২য় খন্ড ৪৮ও ৭৯ পৃষ্ঠা

৩.আনওয়ারুল হাদিস ২৫৫ পৃষ্ঠা

৪.মারকাযু তারবিয়াতুল ইফতা ৪২৫ পৃষ্ঠা

৫. ফাতওয়া রেজবীয়া ২/৪১৬ পৃষ্ঠা৬৫৫

মওত আসবে তা কারও জানা নাই এবং ওয়ারিশ দেরও সম্পর্কেও বোধগম্য নাই তারা দেবে কী না।

মাসয়ালাঙ্ম-যাকাত ও অন্যান্য সাদকায়ে ওয়াজিবার অর্থ হিলায়ে শরয়ী করে মাদ্রাসা নিমার্ণে ব্যবহার করা জায়েজ যদি তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিষ্ঠান হয়। [১]

কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব

১.অলংকার অর্থাৎ সোনা , চান্দি ২.ব্যবসায়িক সামগ্রী ৩. বিচরণ কারী প্রাণী। [২]

হিলায়ে শরয়ী কী

হিলায়ে শরয়ী ত্বরীকা হল চাঁদার অর্থ কোন ফকীর কে দিয়ে তাকে মালিক করে দেওয়া এবং পূণরায় সে নিজ হতেই তা মাদ্রাসায় দিয়ে দেবে।[৩]

সাদক্বায়ে ফেত্‌র

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে ,যতক্ষন পর্যন্ত না সে সাদক্বায়ে ফেত্‌র আদায় না করে।[৪]

সাদক্বায়ে ফেত্‌রের পরিমান

হযরত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি রমযানের শেষের দিকে বলেছেন ,তোমরা সাদক্বা আদায় কর। এ সাদকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম। [৫]

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড ৪৬৭ পৃষ্ঠ
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪ খন্ড ২৮ পৃষ্ঠ,বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড ১৫ পৃষ্ঠ
৩. দুররে মুখতার ২/২৭১পৃষ্ঠ
৪.কানযুল উম্মাল ৮ম খন্ড ২৫৩ পৃষ্ঠ,হাদিস নং ২৪১২৪
৫.সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ১৬২২

অর্ধ 'সা'গমের সঠিক হিসাবঙ্ম- অর্ধ সা ইংরাজী অর্থে ১৭৫.৫০ রুপিয়া, আবার ১ রুপিয়া = ১১গ্রাম ৬৬৪ মিলি গ্রাম।[১]

সংক্ষেপে এরূপ ভাবে হয়ঙ্ম-

-১/২ সা=১৭৫.৫০ রুপিয়া (তোলা)

১ রুপিয়া(১তোলা)=১১.৬৬৪ গ্রাম

১৭৫.৫০ রুপিয়া (১১.৬৬ X১৭৫.৫০)= ২০৪৬.৩৩ গ্রাম বা ২ কিলো ৪৭ গ্রাম (প্রায়)

সাদক্বায়ে ফিত্‌র কার কার উপর ওয়াজিব

ওই সব স্বাধীন মুসলমান ,পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব , যারা নিসাবের অধিকারী হয় । আর তাদের নিসাবও হাজতে আসলিয়ার (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) অতিরিক্ত হয়।[২]

মাসয়ালাঙ্ম-সাদক্বায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবার জন্য আকেল (বিবেক সম্পন্ন)ও বালিগ পূর্ব শর্ত নয় ;বরং শিশু কিংবা উন্মাদ ও যদি নিসাবের মালিক হয়,তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবে।[৩]

সদক্বায়ে ফিত্‌র দেওয়ার উত্তম সময় ঙ্ম-ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বেই । যদি রমযানুল মুবারকের অন্য কোন দিনে, এমন কি রমযান শরীফের পূর্বেই কেও আদায় করে তাহলেও ফিত্‌রা আদায় হয়ে যাবে। [৪]

সদক্বায়ে ফিত্‌র কাদের প্রদান করা যাবেঙ্ম- সাদক্বায়ে ফিত্‌র তাকেই দিতে হবে, যাকে যাকাত দেয়া যায় । যাদের কে যাকাত দেয়া যায় না, তাদের কে ফিত্‌রাও দেয়া যাবে না। [৫]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড ,মাহানামা আশরাফিয়া আগষ্ট সংখ্যা,২০০৪,ফাতওয়া তারবিয়াতুল ইফতা ১/৪৬৫পৃষ্ঠ
২. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯১ পৃষ্ঠ
৩. রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠ
৪.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯২ পৃষ্ঠ।
৫.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠ।

খোৎবার আযান তথা কোন আযানই মাসজিদের ভিতরে দেওয়া অবৈধ

খোৎবার আযান তথা কোন আযানই মাসজিদের ভিতরে দেওয়া বৈধ নয়। কখনও কোন সময়েই আযান মাসজিদের ভিতর হত না। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জাহেরী যামানায় খোৎবার আযান মাসজিদের বাইরে দরজার উপর দাড়িয়ে দেওয়া হত।

সুনানে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَ عَمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

যখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম জুমার দিন মিম্বরের উপর তাশরীফ রাখতেন তখন তাঁর সামনে দরজার উপর আযান দেওয়া হত। এ ভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর রাদি আল্লাহ আনহুর আমলেও।[১]

এই হাদীস দ্বারা এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, হুযুরের যামানায় ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের যামানায় মাসজিদের বাইরে দরজার উপর আযান হতো মক্কা শরীফে এই আযান মাতাফের কিণারায় দেওয়া হতো ;হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে মাসজিদে হারাম শরীফ মাতাফ পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। মদীনা শরীফে খতীবের বিশ হাতের চেয়ে আরো দূরে একটি উচু স্থানে দেওয়া হত।[২]

আযান মাসজিদের ভিতরে নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের মতামতঃ

হানাফী জামায়াতের উল্লেখ যোগ্য পুস্তক সমূহের মধ্যে মাসজিদের ভিতরে আযান

১.আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৫৬ পৃ;

২.আহকামে শরীয়ত ২য়খন্ড ২০৯ পৃ;

দেওয়াকে মাকরূহ বলা হয়েছে; এটাও প্রমাণিত যে সকল প্রকার আযান মাসজিদের বাইরে দিতে হবে। ফাতওয়া কাযী খান [১], ফাতওয়া খোলাসা ,খাযানাতুল মুফতী , ফাতওয়া আলমগিরী ,শারহে নিকায়ায় বিবৃত মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হবে না। গুনিয়া শারহে মুনিয়া মাসজিদের মিনারায় অথবা মাসজিদের বাইরে আযান হবে আর ইকামত হবে মাসজিদের ভিতরে ।

ফতহুল কাদীর এর মধ্যে উল্লেখ আছে,মাসজিদের সীমার ভিতরে আযান দেওয়া মাকরূহ। ত্বাহাবী আলা মারাকিল ফালাহ ও কুহস্তানীর মধ্যে আছে যে,মাসজিদে আযান দেওয়া মাকরূহ।

ওমদাতুর রিয়াহা হাসিয়া শাহরে বেকায়া, সুন্নাত হল মাসজিদের বাইরে আযান হওয়া। আর ভিতরে দিলে সুন্নাতের খেলাফ হবে।

ফাতওয়ায়ে আলমগিরীর মধ্যে মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২]

এর দ্বারা বোঝা গেল,খোৎবার আযান বা অন্য কোন আযান মাসজিদের বাইরে দেওয়া সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া খেলাফে সুন্নাত।

সুত্রঃ-আহকামে শরীয়ত ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা।

আজই সংগ্রহে রাখুন

জানে ঈমান

১. ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা

২. ফাতওয়া আলমগিরী ১ম খন্ড ৫৫পৃষ্ঠা

উরস পালন কোরান হাদিস সম্মত

ফখরুল হাসান সাহেবের লিখিত '' উরুস কোরান হাদিসের পরিপন্থী কাজ'' প্রবন্ধ পড়ে খুবই আশ্চ্যর্য্য হলাম যা তৈয়বুর রাহমান সাহেব তার ব্যক্তৃতার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। এই বক্তৃতার দ্বারা স্পস্ট যে তিনি নিজেকে আমীরে শরীয়ত দাবী করিলেও হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখেন না। শুধু মাত্র এক স্থানের নিদর্শন কে যে ইসলামের দলীল হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না তা সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত। আমি আল- আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ্যারত অবস্থায় যখন ভারতের ইসলামিক সভ্যতার দিকে দৃস্টিপাত করতাম তখন উপলব্ধি করতাম যে ভারত উপমহাদেশে ইসলাদিক সভ্যতার অবনতীর এক কারণ হল এই দেশের কিছু স্বল্প জ্ঞানী ওলামা সম্প্রদায়।যারা সাধারণদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বৃদ্বির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফাতওয়া জারী করে থাকেন।তৈয়বুর রাহমান সাহেব উরস বিষয়ে যে মন্তব্য করে নিজ নিরুদ্বিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা স্পষ্ট। উরস পালন করা কোরান হাদিসের আলোকে্ বৈধ কিনা তা আলোচনা পূর্বে 'উরস' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা প্রয়োজন

উরস শব্দের ব্যবহৃত অর্থ. উরস শব্দটি বাস্তব যে অর্থে ব্যবহীত হয় তা হল, প্রতি বছর কোন ওলী বা কোন নেক বান্দার ওফাত দিবস কে কেন্দ্র করে তার কবর জিয়ারত, কোরান পাঠ ও তার উদ্দেশ্যে সাদকা ইত্যাদির মাধ্যমে ছাওয়াব পৌছানোকে উরস বলা হয়।

Urs merely means to visit the grave on the date of demise every year, convey the reward of the receitation of the Holy Quran and give charity.উরসের উৎস হাদিস পাক এবং অন্যান্য কেতাব হতে প্রমানিত।

হাদিসের আলোকে্ উরস তথা কবর জিয়ারত, কোরান পাঠ ও তার উদ্দেশ্যেসাদকার বৈধতা১,সহীহ ইবন হাব্বান, মুসনাদে আহমদ নামক সহীহ হাদিস কেতাবে এসেছে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম ইরসাদ করেছেন যে অথাৎ আমি তোমাদের পূর্বে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম

কিন্তু এখন থেকে নিশ্চয় করবে যা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় জাগাবে। উক্ত হাদিস সম্পর্কে আরব, মিসর তথা বিশ্বের বড় বড় মুহাদ্দিসদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই এবং সকলেই এই হাদিস দ্বারা জিয়ারত করাকে মুস্তাহাব ও সুন্নাত বলে মেনে নিয়েছেন । নির্ধারিত হোক অতবা অনির্ধারিত হোক প্রত্যেক প্রকারের জিয়ারত যায়েজ। উরস এর দিনে মৃতদের উদ্দেশ্যে কোরান,খানি করা হয়ে থাকে যা সহীহ ইবনে হাব্বান এ উল্লেখিত সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত হুযুর ইরসাদ করেন অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মুর্দাদের উদ্দেশ্যে সুরা ইয়াসিন পাঠ করা

২,বায়হাক্বী শরীফ এর মধ্যে আছে সাহাবী হযরত আব্দুল্লা বিন ওমর হতে বর্ণিত

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লা বিন ওমর সুরা বাকারার শেষাংস কে মুর্দাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। উরস বা মৃতদের কবর জিয়ারত, তাদের উদ্দেশ্যে কোরান পাঠ করার বৈধতা উপরিক্ত সহীহ কেতাব ছাড়াও যে সকল হাদিস এর মধ্যে এসেছে তা হল মিশকাত শরীফ এর অধ্যায়ে।

শব্দটি বহু কেতাবে এসেছে যেমন নেসাই শরীফ এর ৬৩৭ নং হাদিসে, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ তিরমী্যী র মধ্যে ব্যবহীত হয়েছে । অতএব যারা মনে করেন যে উরুস কোরান হাদিসের পরিপন্থী কাজ তাদের অনুরোধ কবর তারা যেন এই সকল হাদিস গ্রন্থ গুলি পাঠ করেন, এর ফলে এক দিকে যেমন নিজেরা নিজ ভুল বুঝতে পারবেন অপর দিকে মুসলিম সমাজ সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তৈয়বুর রহমান সাহেব তার বক্তৃতার মধ্যে আরও বলেছেন যে ভারত ও এশিয়ার দু একটি দেশ ছাড়া অন্য কোথাও এ প্রথা চালু নেয়। এ মন্তব্য একদম ভিত্তিহীন আমার মনে হয় তিনি জানেন কী না বিশ্বে ৫৬ টি মুসলিম দেশ রয়েছে , সেই সকল দেশে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম উরস এর বৈধতা স্বীকার করেছেন, মিসর তথা আরব দুনিয়ায় যিনি খ্যাতি সম্পন্ন মুফতী তিনি হলেন মুফতী আলি জুমআ, তিনি তার ফতওয়ার কেতাব আল বায়ান এর মধ্যে লিখেছেন ''কবর জিয়ারত ও উরস করা

সম্পর্কে সকল ওলামারায় হল এটা মুস্তাহাব'' (আল বায়ান ১৯৩পৃঃ)
ত্রতিনি লিখেছেন মৃতদের উদ্দেশ্যে কোরান পাঠ করা , সিরনী খাবার তৈরী করে গরিব মিস্কিনদের খাওয়ানোও বন্টনকরা শরীয়ত সম্মত।(আল বায়ান ২৭৩ পৃঃ)
৩, যিয়ারত প্রসঙ্গে ইমাম তাবরানী তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে, দারুল কুত্নি সুনানের মধ্যে এবং বায়হাক্বী 'কুবরা' ৫ম খন্ড ২৪৫ পৃঃ মধ্যে উল্ল্যেখ করেছেন হুযুর পাক ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ যে আমার কবর যিয়ারত করল তার সাফায়াত অমার উপর ওয়জিব হয়ে গেল।
৪,মুগণী ২য় খন্ড ২২৫ পৃঃ, তোহফাতুল আহূযী ৩য় খন্ড ২৭৫ পৃঃ মধ্যে হযরত আনাস রাদীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত 'যখন কেউ কবর স্থানে প্রবেশ করবে সে যেন সুরা ইয়াসিন তেলায়াত করে এর ফলে গোর্স্থানবাসীর উপর রহমত বর্ষীত হয়। উরসের বৈধতা সম্পর্কে আরও বহু উপযুক্ত দলীল রয়েছে এর মধ্যে সামান্যু কিছু বর্ননা করা হল।
৫. ফতওয়া শামি ১ম খন্ড জিয়রাতে কবুর অধ্যায়ে আছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর উহুদ যুদ্ধের শহীদ কবরে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। শাহ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহ এই হাদিসটি আওলীয়া কেরামগণের উরুস পালনের ক্ষেত্রে উল্ল্যেখযোগ্য দলীল হিসাবে গন্য করেছেন (ফাতওয়া রেজবীয়া ১১ খন্ড পৃঃ)। পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে সামান্য কিছু সংখ্যক লোক বা এলাকার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শরীয়তের আইন প্রযোজ্য হয় না, শরীয়তের আইন প্রযোজ্য হয় না,শরীয়তের আইন প্রযোজ্য হয় একমাত্র কোরান ও হাদিসের অমূল্য বাণী দ্বারা।

প্রচারণার ধুম্রজালে ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য ভারত তথা এশিয়ার মহাপন্ডিত ইমাম আহমদ রেজা খান রাহমাতুল্লাহ আলায়

প্রচারণার ধুম্রজালে ইতিহাসের পাতা থেকে এমন কিছু মহামানবের কৃত্বিত্ব কে চেপে রাখা হয়েছে, যদি তাদের অমুল্য ক্রিয়াকলাপ বিশ্ব সভায় প্রকাশিত হত, তাহলে ভারত আজ বিশ্ব ইতিহাসের চরম শিখরে আরোহন করত।এমনই একজন মহান ব্যক্তি হলেন ইমাম আহমাদ রেজা খান রহমাতুল্লাহ অলায়। তিনি এমনই এক মজলুম ব্যক্তি যাঁর সুমহান আত্মীক, নৈতিক ও চারিত্রিক গুনাবলীর প্রতি চরম উপেক্ষাই শুধু প্রদর্শন করা হয়নি, ইতিহাসের পাতা থেকেও তাঁর অমূল্য পরিচয়কেও বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাঁর পুত- পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপনের ঘৃণ মতলবে এমন সব অপবাদ রটাতেও নরাধমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি, যা সাধারন কোন ভদ্রলোকের ক্ষেত্রেও কল্পনা করা সম্ভব নয়।মুখোশধারীদের প্রচারনার ধুম্রজালে এ মহান চরিত্র আমাদের দৃস্টিপথ থেকে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে সম্পুর্ণভাবে। অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, অনুকরণীয় ধৈয্য ও সহনশীলতা এবং সকল বিষয়ে দক্ষতা ও কর্ম নৈপুন্যের বিরল ইতিহাস যিনি সৃস্টি করেছিলেন তিনি হলেন ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বেরেলী শহরের মহাজ্ঞানী তথা ইসলাম সংস্কারক ইমাম আহমদ রেজা খান।আল্লামা আব্দুল হামিদ (vice chancellor of Al-nizamia, Hyderabad) আলা হযরত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন " Moulana Ahmed Raza khan was a sword of islam and great commander for the cause pf Islam" আরবের বিখ্যাত ইসলাম গবেষক ও মহাপন্ডিত ইব্রাহীম খলিল এবং শেখ মুসা আলী শামীর মন্তব্য হল "Ala hazrat (Alaihir Rahma was the Revivalist of the 14 century A.H, if he called Revivalist of this century.It will be right and true."
আলোচ্য প্রবন্ধে ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহ আলায় এর সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুপম দিকগুলি পাঠক বর্গের সামনে তুলে ধরব। এটা তাঁর বিস্ময়কর, কর্মবহুল ও আদর্শ জীবনের পুণাংগ চিত্র না হলেও এর মাধ্যমে তাঁর সর্ব বিষয়ে দক্ষতা ও মহানুভবতার এমন এক মনোরম ও মর্মস্পশী সংক্ষিপ্ত চিত্র, যা সাধারণ

বিবেক বুদ্ধির অধিকারি প্রতিটি মানুষকে তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় আভিভুত করে তুলবে বলে আশা করা যায়। অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সময়ে তিনি বিভিন্ন প্র শিক্ষক ও নিজ প্রতিভার মাধ্যমে যে প্রায় ১১৬ প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞনের শাখায় পান্ডিত্য অর্জন করেন তা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল। এই ১১৬ টি জ্ঞানের শাখায় প্রায় ১৫০০টি পুস্তকও রচনা কতেছেন।ইমাম আহমদ রেজা খান রহমাতুল্লাহ আলায়হের অর্জিত বিদ্যার কয়েকটি হল-

১.ইলমে কুরআন (QUARANIC SCIENCE)
২.ইলমে জবর (ALGEBRA)
৩.ইলমে কিমিয়া (CHMISTRY)
৪.ইলমে আরদিয়াত (GEOLOGY)
৫.ইলমে মাহ লিয়াত (ECOLOGY)
৬.ইলমে ফালসাফা (PHILOSOPHY)
৭.ইলমে মান তিক (LOGIC)৮.ইলমে ইকতেসাদ (POLITICAL ECONOMY)
৯.ইলমে নাবাতাত (BOTANY)
১০.ইলমে হান্দাসা (GEOMETRY)
১১.ইলমে তবিয়ত (PHYSICS)
১২.ইলমে নুজুম (ASTROLOGY)
১৩.ইলমে মাবাদা তবিয়ত (METAPHYSICS)
১৪.ইলমে সাত হ (TRIGONOMETRY)
১৫.ইলমে রিয়াদি (AORTHEMETIC)
১৬.ইলমে হেসাব (MATHEMETIC)
১৭.ইলমে শোহরিয়াত (CIVICS)
১৮.ইলমে জিগ্রফিয়া (GEOGRAPHY)
১৯.ইলমে শায়েরী (POETRY)
২০.ইলমে বাঙ্কারী (BANKING)
২১.ইলমে ওম্রানিয়াত (SOCIOLOGY)

২২.ইলমে আখলাক (ETHICS)
২৩.ইলমে সুলুক (COMMUNICATION)
২৪.ইলমে কানুন (LAW)
২৫.ইলমে জায়েযা (HOROSCOPY)
২৬.ইলমে হাওয়ালিয়াত (ZOOLOGY)
২৭.ইলমে ফেলিয়াত (PHYCHOLOGY)
২৮.ইলমে আর দে তবীয়ত (GEOLOGY)
২৯.ইলমে নাফাসানিয়াত PSYCHOLOGY)
৩০ইলমে সিরাত নেগারী (BIO-GRAPHY)
৩১.ইলমে মাআনি (RHEYORIC)
৩২.ইলমে বায়ান (METAPHOR)
৩৩.ইলমে মাবাহিস(DIALECTICS)
৩৪.ইলমে বালাগাত(FIGURE OF SPEECH)
৩৫.ইলমে ফিকাহ(LAW& JURISPRUDENCE)
৩৬.ইলমে তাফসির (EXPLANATION)
৩৭.ইলমে যায়যাত (ASTRONOMI)
৩৮.ইলমে মোনাযারা (POLEMIC)
৩৯.ইলমে হাদিস (TRADITION)
৪০.ইলমে উসুলে ফিকাহ (JURISPRUDENCE)
৪১.ইলমে সিরাত নিগারী (BIOGRAPHY OF PROPHET)
৪২.ইলমে কেয়াফা (PHYSIGNOMY)
৪৩.ইলমে তাসাউফ (MYSTAGOLOY)
৪৪.ইলমে সামারিয়াত (STATISTICS)
৪৫.ইলমে সাওতিয়াত (PHONOETIC)
৪৬.ইলমে মালিয়াত (FINANCES)
৪৭.ইলমে তাবাকি (GREEK-AIRTHMETIC)
৪৮.ইলমে তোওকীত (RECKONING)

৪৯.ইলমে ক্বেরাত (RECITATION)
৫০.ইলমে কালাম (SCHOLASTIC)
৫১.ইলমে জারহও তাদিল (CRITICAL EXM)
৫২.ইলমে আক্বায়েদ (ARTICLE OF FAITH)
৫৩.ইলমে আয়াম (HISTORY)
৫৪.ইলমে খলক্বিয়াত (CYTOLOGY)

ইমাম আহমদ রেজা খান রহমাতুল্লাহ আলায়হের এতদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পর্কেপর্য্যালোচনা করে প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ হাসান (শায়খুল আদাব, ইস্লামিয়া ইউনিভার্সিটি) মন্তব্য করেন ‘‘Moulana was prolific writer. He wrote a large number of treaties.It is due to the fact that his head and heart had surging waves of knowledge which were hard to restrain’’মাওলানা আহমদ রেজা ছিলেন একজন ফলপ্রসু লেখক। তিমি বিশালাকার প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। এর একমাত্র কারণ তাঁর মস্তক ও হৃদয় উভয়ই প্রচান্ডাকারে জ্ঞান পিপাসু ছিল, যা সংযম করা ছিল দুঃসাধ্য।

বর্তমান আবিষ্কৃত তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন শাখায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা হল নিম্নরুপঃ

১.তফসিরে কোরান ১১টি
২.ইলমে আক্বায়েদ ৫৪টি
৩.হাদিল শাস্ত্র ১৩টি
৪.ফেক্বা শাস্ত্র ও ফারায়েয ২১৪টি
৫.তাসাউফ, নীতি শাস্ত্র, ইতিহাস ১৯টি
৬. অন্যান্য বিজ্ঞান সংযুক্ত শাখা ৪০টি
৭.সাহিত্য, ব্যকরণ, অভিধান ইতিহাস,পদ্য,ভ্রমণ ও অন্যান্য-৫৫টি
৮.মণস্তাত্বিক বিদ্যা ১১টি
৯.জোতিষশাস্ত্র ও জোতিবিজ্ঞান ২২টি
১০. গণিত ও জ্যামিতি ৩১টি
১১.তর্কশাস্ত্র ৮টি
১২.দর্শন,বিজ্ঞান ৭টি

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরঃ

প্রশ্নঃ-বাচ্চা জন্মাবার সময় আযান কেন দেওয়া হয়?

উত্তরঃ-বাচ্চা জন্মাবার সময় আযান এই জন্য দেওয়া হয় কারণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে,যখন বাচ্চা জন্মায় সেই সময় শয়তান তাকে আঙ্গুলের দ্বারা গুঁতো মারতে থাকে এবং যার কারনে বাচ্চা কাদঁতে শুরু করে। একমাত্র আম্বিয়া কেরাম ও আওলিয়ারা ব্যতীত সাধারণ বাচ্চাদের. অবস্থা এরূপ হয় যে, জন্মানোর পর থেকেই শয়তান তাকে পেরেশান করতে শুরু করে দেয়। ইসলাম যার কারণে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এরূপ আযান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে ।

প্রশ্নঃ বিবাহে পণ নেওয়া কিরূপ?

বিবাহের পূর্বে বা পরে পণ দাবী করা হারাম ও গুনাহের কাজ। পণের দাবী করা প্রকৃত পক্ষে সুদ নেওয়ার নামান্তর । যার নাম হল পণ তা হল আসলে সুদ । কোন ব্যক্তি মদ বা শারাবের নাম যদি শরবত রেখে দেয় তাহলে তা হালাল হয়ে যায় না । অনূরুপ কেও যদি ছাগলের নাম শুয়োর রেখে দেয় , তাহলে তা হারাম হয়ে যায় না। শুনুন, আমাদের আক্বা হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-সুদ দাতা ও গ্রহণ কারী উভয়েই জাহান্নামী। জোর পূর্বক পণ দেওয়া নেওয়ার অর্থ হল,আল্লাহপাকের আযাবকে এবং বহু রকম পেরেশানিতে নিজেকে লিপ্ত করা।

আল্লাহর ওলীরা আজও সালামের উত্তর দেন

১.হযরাত সাইয়েদুনা আমির হামযা রাদিয়াল্লাহুর কবর হতে সালামের উত্তর দেওয়ার ঘটনাঃ-ফাতিমা খাযাইয়া বর্ণনা করেন,আমি ও আমার বোন সন্ধ্যার সময় একটি কবর স্থানে ছিলাম। আমি বললাম ,হে আমার বোন এসো আমরা হযরাত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহূর কবরে সালাম করে নিই। সে সায় দিলে আমরা হযরাত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরে নিকট হতে সালাম দিলাম ,আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আম্মা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা হযরাতে সাইয়েদুনা আমির হামযার কবর হতে সালামের উত্তর , ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু শুনলাম। (কেতাবুল মাগাজি ১ম খন্ড ২৬৮ পৃঙ্ম,দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড, খাসায়েসুল কুবরা ১ম খন্ড ৩৬৪পৃঙ্ম)

২. বায়হাক্বী স্বীয় সনদের সাথে বর্ণনা করেন, হাশিম বিন মুহাম্মাদ আল আমারি যে হযরাত সাইয়েদুনা মাওলা আলি রাদিয়াল্লাহু পুত্র হযরাতে ওমরের পুত্র ছিলেন,তিনি বর্ণনা করেন আমার পিতা আমাকে ফজরের সময় শোহাদাদের কবরে জিয়ারতের জন্য নিয়ে গেলেন। যখন কবরস্থানে পৌঁছালাম তখন তিনি জোর স্বরে বললেনঙ্ম সালামুন আলাইকুম বেমা সাবারতুম ফা নিমা আক্বাবি দ্বার । উত্তর এল ,ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম ইয়া আব্‌দাল্লাহ। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি উত্তর দিলে? আমি বললাম,না। পূনরায় আমার পিতা আমার হাত ধরে ডানদিকে করে নিলেন এবং দুইবার সালাম করলেন। তিনবারই সালামের উত্তর এল। এই শুনে আমার পিতা শুকুরের সাজদা আদায় করলেন। (দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড ১২২,১৭৮ পৃঙ্ম, সাবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৪র্থ খন্ড ২৫৩ পৃঙ্ম)

৩.হাকীম সহীহ রেওয়াত দ্বারা বর্ণনা করেন যে,বায়হাক্বী দালায়েলুল নবুওতে স্বীয় সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন,আব্দুল বলেন-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের শোহাদাদের জিয়ারত করলেন এবং ফরমালেন, হে আল্লাহ ,তোমার বান্দা ও নাবী সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে এঁরা হলেন শোহাদা এবং যারা এদের জিয়ারত করল কিংবা এঁদের সালাম করল তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এঁরা সালামের উত্তর দিতে থাকবে। (মুসতাদরাক ৩য় খন্ড ৩১ পৃঙ্ম,দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড ৩০৭ পৃঙ্ম,কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৩৮২ পৃঙ্ম)

সন্দেহের দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গ

রমযান প্রমাণিত হয় চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে কিংবা শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে আর সেটা ২৯ শাবানের দিন হয়, তাহলে পরের দিন সকল প্রকার রোযা রাখা নিষিদ্ধ কেবলমাত্র পা বন্দির সহিত বরাবর নির্দিষ্ট নফল রোযা রাখা ব্যক্তি ব্যতীত। হাদিস শরীফে বর্ণিত-যে যে ব্যক্তি ইয়ামে শাক বা সন্দেহের দিন রোযা রাখল সে যে আবুল ক্বাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সহিত নাফরমানী করল। (সহীহ বোখারী-বাবু ইযা রয়াইতুমুল হেলালা ফা সুমু.....,আবু দাউদ হাদিস ২৪২৫,নাসবুর রায়া ২/৪৪২)

২৯ শাবান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে হুকুমঃ-

২৯ শাবান সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ কাজী- মুফতী কেউই রোযা রাখবে না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে মুফতী সাধারণদের দোহায়ে কুবরা অর্থাৎ অর্ধ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন এবং ততক্ষণ কিছুই খাবে না। না রোযার নিয়াত করতে বলবেন। বিনা নিয়াতের রোযা রোযার ন্যায় হয়। এর মধ্যে যদি চাঁদের খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে পাওয়া গেলে রোযার নিয়াত করে নেবে তাহলে রমযানের রোযা হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত সময় অতিবাহিত হয় চাঁদ দেখার খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে সাবস্ত্য না হয় তাহলে সাধারণদের খাবার পানাহারের হুকুম দেবেন। তবে হ্যাঁ,যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখাতে

অভ্যস্ত এবং সে দিন উপস্থিত হয় তাহলে সেই দিনের নফল রোযা রাখতে পারবে। সন্দেহের কারণে যদি রমযানের নিয়াত করে - কিংবা এরূপ ভেবে যে, যদি চাঁদ হয়ে যায় তাহলে রমযানের রোযা রাখছি নতুবা নফল; তাহলে গুনাহাগার হবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া-কিতাবুস সাওম)

বর্তমান মক্কা ও মদিনা শরীফের ইমাম কট্টর ওহাবী

বর্তমানে মক্কা ও মদিনা শরীফের ইমামদ্বয় কট্টর ওহাবী অতএব তাদের পিছনে নামায পড়া মানে ওহাবীবাদকে সমর্থন করা। কোন মতেই তাদের পিছনে নামায বৈধ হবে না। তাদের জামায়াতের পর নিজে একাকী কিংবা কোন সহী সুন্নীউল আক্বীদা ইমামের পিছুনে নামায পড়ুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের জামায়াত দেখে অনেক সুন্নী আক্বীদা সম্পন্ন লোক তাদের পিছনে নামায পড়ে গুমরাহীর দিকে এগিয়ে যায়। খোদার দোহায় তাদের পিছনে নামায পড়ে ঈমান বরবাদ করবেন না। যারা আল্লাহ ও রসুলের দুশমন তারা ইমাম কিরূপে হতে পারে! তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সুন্নী আলেমদের নিকট জানুন । প্রয়োজন পাঠ করুন জা-আল হাক্ব,বাহারে শরীয়াত,তামহিদে ঈমান,জানে ঈমান,সিহাহে সিত্তাহ ও আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত , দু-হাতে মুসাফাহ প্রভৃতি পূস্তকগুলি।

আজই পাঠ করুন -

দুই হাতে মুসাফাহ -লেখক মুফতী আমজাদ সিমনানী

আক্বাইদে আহলে সুন্নাত -অনুবাদক মুফতী সাফাউদ্দিন সাক্বাফী

সহযোগী পবিত্র গ্রন্থ সমূহ

১.কোরান শরীফ
২.বোখারী শরীফ
৩.মুসলিম শরীফ
৪.আবু দাউদ শরীফ
৫.ইবনে মাজা শরীফ
৬.তিরমীযি শরীফ
৭.নেসাঈ শরীফ
৮.তাফসীরে রুহুল
৯.তফসীরে জালালাইন
১০.বায়হাক্বী শরীফ
১১.উসুলে বায়দাবী
১২.শারহে আক্বাঈদে নসফী
১৩.কানযুল ঈমান
১৪.কিতাবুল আরবাইন
১৫.আক্বীদাতু তাহাবী
১৬.তাবারী
১৭.তারীখুল উমাম
১৮.আল অফা বি আহওয়ালে মোস্তাফা
১৯.তাহযিবুল তাহযিব
২০.তারিখে বাগদাদ
২১.আলামুল মুসলিমীন
২২.সামাইলে ইমদাদিয়া
২৩.মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা
২৪.ইমদাদুল মুস্তাক
২৫.সালাতে মস্‌উদা'
২৬.ফায়সালায়ে হফত মাসয়ালা

সহযোগী পবিত্র গ্রন্থ সমূহ

২৭.আশশামামাতুল আম্বারিয়া
২৮.কনযুল ইবাদ্
২৯.আশিকো কি ঈদ
৩০.কুহস্থানী
.তারিখে দামাস্ক
২৬.ফাত্ওয়ায়ে সূফিয়া
৪৯.কেতাবু-শ শরীয়া
২৭.কিতাবুল ফিরদাউসে
৫০.আশ শেফা ফি হুকুকিল
২৮.কানযুল ইবাদ
২৯.আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ
৫১.খেলাল 'আস-সুন্নাহ'
৩০.শরহে নেকায়ায়
৫২.ফি মাসাইলে ইবনে
৩১.যামীউর রুমুয
হানি আন-নেসাপুরি
৩২.ফাতওয়া রেযবীয়া
৫৩.মুগণী
৩৩.জা-আল হক্ব
৫৪.মজমুউল ফাতোয়া
৩৪.শানে হাবিবুর রহ মান
৩৫.তোহফাতুল আহূযী
২৩.রাদ্দুল মুহতাব

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড